NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ‘রাজ্যে পরিস্থিতি বদলের জন্য পরিবর্তন দরকার’

একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ২

কলকাতা ১৮ মার্চ ২০২৬ ৩ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.03.2026, Vol.19, Issue No. 275, 8 Pages, Price 3.00

ছবি: অদিতি সাহা

নতুন-পুরনো, নবীন-প্রবীণে ভারসাম্যের তালিকা

অস্মিতার লড়াইয়ে বাংলা জয়ের হুঙ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল। দলের নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার কালীঘাটের বাসভবন থেকে এই তালিকা প্রকাশ করেন। তাঁর পাশে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। পাহাড়ের তিনটি আসন জোটসঙ্গী অনীত থাপার দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার জন্য ছেড়ে দিয়ে বাকি ২৯১টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল।

সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, শিল্প, সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী মহল ও ক্রীড়া জগতের বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষকেও প্রার্থী তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এবারের নির্বাচনে তৃণমূল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২২৬টিরও বেশি আসনে জয়ী হবে।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এবারের প্রার্থী তালিকায় ৫২ জন মহিলা ও ৪৭ জন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি রয়েছেন। রাজ্যে মোট ৮৪টি বিধানসভা আসন তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত হলেও তৃণমূলের তালিকায় তার থেকেও বেশি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতিনিধিকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্রার্থী তালিকায় ৭৮ জন তপসিলি জাতি এবং ১৭ জন উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রার্থী রয়েছেন।

প্রার্থী তালিকায় নবীন ও প্রবীণের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও দলের দাবি। তালিকায় ৩১ থেকে ৫০ বছর বয়সি ১২৬ জন প্রার্থী রয়েছেন, যা মোটের প্রায় ৪৪ শতাংশ। ৩১ বছরের নীচে বয়স এমন চার জন প্রার্থীও রয়েছেন। আবার ৮১ থেকে ৯০ বছর বয়সি দুই প্রবীণ নেতাকেও প্রার্থী করা হয়েছে।

প্রত্যাশামতোই ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম প্রচারিত মুখ পবিত্র করকে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেবাংশু ভট্টাচার্য, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। পাশাপাশি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অশোক দেব ও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিজ্ঞ নেতাদেরও মাঠে নামানো হয়েছে।

তৃণমূলের তালিকায় ৪৭ জন সংখ্যালঘু প্রার্থী।

মহিলা প্রার্থী ৫২ জন।

৩১ বছরের নীচে ৪জন।

৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৩৮ জন।

৩১ শতাংশ প্রার্থীর বয়স ৪১ থেকে ৫০।

তবে এ বার তৃণমূল তুলনামূলকভাবে কম তারকা প্রার্থী দিয়েছে। রাজারহাট গোপালপুর কেন্দ্রে অদিতি মুন্সী এবং বরাহনগরে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে আবারও টিকিট পেয়েছেন লাভলি মৈত্র। অন্যদিকে, অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক এবার প্রার্থী তালিকায় জায়গা পাননি। তৃণমূলে সদ্য যোগ দেওয়া প্রতীক উর রহমানকেও টিকিট দেওয়া হয়নি।

সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগেই নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিককে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্ত বিজেপির চাপে নেওয়া হয়েছে। যদিও এই সব পদক্ষেপ সত্ত্বেও মানুষের সমর্থন তৃণমূলের পাশেই থাকবে বলে তিনি আশাবাদী।

বঙ্গে পর্যবেক্ষক ২৯৪টি কেন্দ্রেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচন এবং কয়েকটি উপনির্বাচনের জন্য ও নির্বাচন কমিশন মোট ১,১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাধারণ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হচ্ছে। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক থাকছেন। পাশাপাশি থাকবেন ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচনী খরচের উপর নজরদারির জন্য ১০০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচন এবং ছয়টি রাজ্যের উপনির্বাচন মিলিয়ে মোট ৫৫৭ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ১৮৮ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৩৬৬ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে এই পর্যবেক্ষকদের আগামী ১৮ মার্চের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এরাজ্যের পুলিশ পর্যবেক্ষকরা মঙ্গলবার থেকেই আসতে শুরু করেছেন। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছে পর্যবেক্ষকেরা তাঁদের যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবেন। পাশাপাশি, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ ও সমস্যা শোনার ব্যবস্থাও রাখা হবে।

শান্তিপূর্ণ এবং প্রলোভনমুক্ত পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের লক্ষ্য বলে কমিশন জানিয়েছে। যাতে প্রত্যেক ভোটার

কোনও ভয় বা চাপ ছাড়াই ভোট দিতে পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই পর্যবেক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ২০বি ধারার অধীনে নির্বাচন কমিশন এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করে থাকে। তাদের মূল দায়িত্ব হল মাঠপর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করা।

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপে স্পষ্ট, ভোট ঘিরে আইনশৃঙ্খলা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের উপর নজরদারি বাড়াতে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মতো বড় রাজ্যে বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষক মোতায়েন সেই বার্তাই দিচ্ছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

চলতি সপ্তাহেই কি প্রকাশ অতিরিক্ত তালিকা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি সপ্তাহের শেষেই প্রকাশিত হতে পারে রাজ্যের প্রথম অতিরিক্ত ভোটার তালিকা বা সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে হওয়া বৈঠকের পরেই এই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা প্রধান বিচারপতির সচিবালয়ের তরফেই জানানো হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুযায়ীই পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে। যদিও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়ের আগে ‘বিবেচনাধীন’ ভোটারদের যাচাই ও অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজ পুরোপুরি শেষ হবে কি না, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।

ভোটার তালিকার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই সংশোধনের কাজ চলছে। তাঁর কথায়, কাজ এগোচ্ছে নিয়ম মেনেই। ট্রাইব্যুনাল গঠন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি দু’এক দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের নাম জানাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এসআইআর সংক্রান্ত তথ্যগত অসঙ্গতির বিষয়টি বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা খতিয়ে দেখছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিচারকদেরও এই কাজে যুক্ত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৭০৫ জন বিচারক ‘বিবেচনাধীন’ তালিকার নামগুলি খতিয়ে দেখার দায়িত্বে রয়েছেন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের আগে ধাপে ধাপে একাধিক অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। তার মধ্যে প্রথম তালিকাটি চলতি সপ্তাহেই প্রকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এদিকে ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায় থাকা বাকি ভোটারদের তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তির জন্য বিচারকদের আরও কয়েক দিন সময় দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত যাঁদের নাম যাচাই করে বৈধ বলে ঘোষণা করা হবে, তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

রাজ্যে দু’দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফার প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে সেই শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। সেই সময়সীমার মধ্যে যাঁদের নাম নিষ্পত্তি তালিকায় যোগ হবে, তাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

অপসারিত ইন্দিরা ফের পুলিশে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের মঙ্গলবার কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের ১২টি জেলার পুলিশ সুপার এবং কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে একাধিক জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্বাচন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, বারাসাত পুলিশ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন পুষ্পা (আইপিএস ২০১২)। কোচবিহারের পুলিশ সুপার করা হয়েছে জসপ্রীত সিংকে। বীরভূমের পুলিশ সুপার পদে দায়িত্ব পেয়েছেন সূর্য প্রতাপ যাদব।

এ ছাড়াও ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে রাকেশ সিংকে। হুগলি গ্রামীণ জেলার দায়িত্বে আনা হয়েছে কুমার সানি রাইকে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে ঈশানী পলকে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শচিন। এ ছাড়াও বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে অলকানন্দা ভৌমিককে। মালদার পুলিশ সুপার পদে আনা হয়েছে অনুপম সিংকে। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে অংশুমান সাহাকে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন সুরিন্দর সিং। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে পাপিয়া সুলতানাকে।

একই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়েছে ইয়েলওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথরাওকে। নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, এই বদলির নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের যোগদানের রিপোর্ট বুধবার সকাল ১১টার মধ্যে পাঠাতে হবে। কমিশন আরও জানিয়েছে, যাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে, তাঁদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্বাচন সংক্রান্ত পদে নিয়োগ করা যাবে না।

এর আগে একই দিনে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদেও রদবদল করেছে। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের এডিজি ও আইজিপি পদে নতুন আধিকারিক নিয়োগের পাশাপাশি আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়া, ব্যারাকপুর এবং চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কাবুলের হাসপাতালে পাক হামলা

কাবুল, ১৭ মার্চ: সোমবার রাতে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক হাসপাতালে আকাশপথে হামলা চালায় পাক বাহিনী। এমনটাই অভিযোগ তুলছে তালিবান সরকার। হাসপাতালে পাকিস্তানি হানায় কমপক্ষে ৪০০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। জখম হয়েছেন আরও প্রায় ২৫০ জন। নিহত এবং জখমদের বেশির ভাগই ওই হাসপাতালের রোগী। যদিও হাসপাতালে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে পাকিস্তান। তাদের দাবি, কোনও অসামরিক ভবনে আক্রমণ করেনি পাক বাহিনী। আফগানিস্তান এই হামলাকে ‘গণহত্যা’ বলে দাবি করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

গত দুই সপ্তাহ ধরে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে। সোমবারও দু’দেশের সীমান্তে গুলির লড়াই হয়েছে। গোলাগুলিতে আফগান তালিবান বাহিনীর চার সৈন্য নিহত হন। ওই গোলাগুলির কয়েক ঘণ্টা পরেই খবর ছড়ায়, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান।

কাবুলের ওই হাসপাতালটিতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা চলে। সোমবার রাতে ২০০০ শয্যার এই হাসপাতালে পাকিস্তান আকাশপথে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন আফগান সরকারের উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত। তিনি জানান, স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ হাসপাতালটিতে হামলা হয়েছে। হামলার জেরে হাসপাতালের একটি বড় অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ৪০০ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫০ জন জখম হওয়ার খবর মিলেছে বলেও প্রাথমিক ভাবে জানান ফিতরাত।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলিতে হাসপাতালের কিছু ভিডিয়োও প্রকাশ করা হয়েছে। ফুটেজগুলিতে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যেরা টর্চের আলো জ্বালিয়ে হাসপাতাল থেকে জখমদের উদ্ধার করছেন। হাসপাতাল ভবনটির একটি বড় অংশ দৃশ্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চারদিকে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন একদল দমকলকর্মী।

এই পরিস্থিতিতে কাবুলের হাসপাতালে ৪০০ নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুর বদলা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে আফগানিস্তান।

হত ৪০০, আহত ২৫০

পাকিস্তানের নিন্দায় ভারত

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: কাবুলের হাসপাতালে বর্বরোচিত এবং কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। সোমবার রাতের ওই হামলার এই ভাষাতেই নিন্দা জানিয়েছে ভারত। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, সোমবার রাতে পাকিস্তান যা করেছে, তা এক নৃশংস গণহত্যা। এখন সেই গণহত্যাকে ‘সামরিক অভিযান’ বলে চালানোর চেষ্টা করছে পাকিস্তান। কিন্তু যে হামলায় এত জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়, সেটিকে কোনও যুক্তিতেই ‘সামরিক নিশানা’ বলে দেখানো যায় না। এই হামলাকে পাকিস্তানের ‘আগ্রাসী’ মনোভাব বলে বর্ণনা করেছে ভারত। হাসপাতালে এ ভাবে হামলা করে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপর উপর আঘাত করেছে পাকিস্তান।

ট্রাম্পকে তুলোধোনা করে কেন্টের স্বীকারোক্তি

ওয়াশিংটন, ১৭ মার্চ: ইজরায়েলের চাপেই ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তুলোধোনা করলেন আমেরিকার জাতীয় সন্ত্রাস দমন কেন্দ্রের ডিরেক্টার জো কেন্ট। একইসঙ্গে তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফাও দিয়েছেন। মঙ্গলবার কেন্ট পদত্যাগ করে জানান, বিবেকের তাড়নাতেই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। ইরানের

বিরুদ্ধে আমেরিকার এই সামরিক অভিযানকে তিনি কোনও মতেই সমর্থন করতে পারবেন না। নিজের এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ‘ইরান আমেরিকার জন্য কোনও বিপদ ছিল না। কিন্তু ইজরায়েলের চাপেই আমরা তেহরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছি।’ বিশেষজ্ঞদের বলছেন, ‘কেন্টের এহেন মন্তব্য কার্যত মুখোশ খুলে দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের।’

কেন্দ্রের নতুন কৌশল

■ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশের শহরাঞ্চলগুলিতে পাইপলাইনে গ্যাস (পিএনজি) সরবরাহের পরিধি বৃদ্ধি করতে তৎপর হল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পিএনজি সংযোগ বাড়ানোর জন্য শহরাঞ্চলে পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে (সিজিডি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এলপিজি সিলিন্ডারের মজুতদারি ও কালোবাজারি প্রতিরোধে রাজ্য সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র।

সাসপেন্ড ৩ বিধায়ক

■ রাজ্যসভা ভোটে ক্রস ভোটিং ওড়িশায়। এই ঘটনায় ওড়িশা কংগ্রেসের তিন বিধায়ককে দল থেকে তাড়াল কংগ্রেস শিবির। শুধু তাই নয়, বিধানসভায় তিন বিধায়ককে অযোগ্য ঘোষণার দাবিতে স্পিকারকে চিঠিও লেখা হয়েছে। শুধু ওড়িশা নয় হরিয়ানাতেও ক্রস ভোটিংয়ের অভিযোগে পাঁচ বিধায়ককে নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইস্তফা দিয়েছেন হরিয়ানায় কংগ্রেসের কার্যকরি প্রদেশ সভাপতি রামকিশান গুজ্জার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি মফি সেখ ১৬/৩/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Mofi Sekh ও Mafijul Shaikh আমার পুত্র Raju Sekh ও Raja Shaikh ও আমার স্ত্রী Aachali Sekh ও Aslima Bibi সকলে একই ব্যক্তি হইল। আমার আসল নাম Mofi Sekh পুত্রের আসল নাম Raja Sekh স্ত্রীর আসল নাম Aachali Sekh.

নাম-পদবী

আমি Rahid Ali Sekh 16/02/26 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Rahid Ali Sekh ও Rohid Shaikh ও আমার পুত্র Kajal Sekh ও Kajal Shaikh একই ব্যক্তি হইল। আমার আসল নাম Rahid Ali Sekh পুত্রের আসল নাম Kajal Sekh.

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৮৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Aditi Datta D/o. Mihir Kumar Datta ও Aditi Saha Datta W/o. S. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Biswajit Prasad** S/o, Surya Narayan Prasad, R/a, 3, Gour Ghosh Road, P.S. - Bhowanipore, Kolkata - 700025 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is Biswajit Prasad which has been written in my Ration Card, but due to mistake some where my name was wrongly written as Biswajeet Ram and also Biswajit Ram. That **Biswajit Prasad, Biswajeet Ram** and **Biswajit Ram** all name are / is related to me as a one same identical person vide Affidavit No. 45318 dated 05.10.2010 before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। বনমালী বিশ্বাস, পিতা- মৃত হারাধন বিশ্বাস ২। শ্রীমতি রীনা বিশ্বাস, স্বামী- বনমালী বিশ্বাস, সর্ব্ব সাং- মেলের মাঠ, পোঃ ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া।বিগত ২০২৪ সালে ৯৬৫৬ / ২০২৪ নং দলিল মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার জাইদুল মন্ডলের নিকট হইতে, যাহার আমমোক্তার দলিল নং- ৪৮৯ / ২০২৪, তারিখ ৩১/০১/২০২৪, শান্তিপুর A.D.S.R অফিস হইতে। মুল মালিকের নাম সায়দুল মন্ডল, পিতা- মৃত হবিবুল মন্ডল, সাং- বাইগাছি গিয়াসউদ্দিন লেন, শান্তিপুর। যাহার মৌজা- ২৫ নং বাইগাছি, দাগ নং- RS ৪৬২, LR ১৮২ খতিয়ান নং- ২২৩২/২, জমির পরিমান- ০৬.৬০ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ফুলিয়া B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

নাম-পদবী

গত ০৮/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২২৮১ নং এফিডেভিড বলে আমি Sabir Kalendar S/o. Alauddin Kalendar, R/o. Sekhpukur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 256, dt. 10.02.2008, D.O.B. 18.01.2008) আমার/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Sabir Kalendar-এর পরিবর্তে Md Sabir, আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Salma Khatun-এর পরিবর্তে Salma Bibi, আমার পুত্রের সঠিক নাম Selim Kalendar-এর পরিবর্তে Md Selim লিপিবদ্ধ আছে। আমি/পুত্রের পিতা Sabir Kalendar ও Md Sabir, আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতা Salma Khatun ও Salma Bibi, আমার পুত্র Selim Kalendar ও Md Selim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী অমিয় কৃষ্ণ কর,** সাং- মধুসূদনবাড়, রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী মূলে **শ্রীমতী রিমলী মাইতি নায়ক প্রঃ রিমলী নায়ক** এর নিকট হইতে জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, থানা-পাঁশকুড়া, মৌজা- দক্ষিন মেচগ্রাম, জে.এল. নং ৭৪, খতিয়ান নং ২৩২৮, দাগ নং ১৪৪০, পরিমান ৬.৮৮৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। মিউটেশান প্রসঙ্গে কারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রমান সহ পাঁশকুড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের নিকট যোগাযোগ করুন।

অমিত কুমার মাইতি,
এ্যাডভোকেট.,
জেলা জজ কোর্ট, তমলুক,
পূর্ব মেদিনীপুর
Bar Council Enrolment
No.- WB/1041/2008

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় সিংহ,** সাং- নস্করদিঘী রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী মূলে **শ্রীমতী রিমলী মাইতি নায়ক প্রঃ রিমলী নায়ক** এর নিকট হইতে জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- পাঁশকুড়া, মৌজা- দক্ষিন মেচগ্রাম, জে.এল. নং ৭৪, খতিয়ান নং ২৩২৮, দাগ নং ১৪৪০, পরিমান ১.৬৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। মিউটেশান প্রসঙ্গে কারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রমান সহ পাঁশকুড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের নিকট যোগাযোগ করুন।

অমিত কুমার মাইতি,
এ্যাডভোকেট.,
জেলা জজ কোর্ট, তমলুক,
পূর্ব মেদিনীপুর
Bar Council Enrolment
No.- WB/1041/2008

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী সবুজ বরণ সামন্ত,** সাং- শ্যামসুন্দরপুর পাটনা, রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী মূলে **শ্রীমতী রিমলী মাইতি নায়ক প্রঃ রিমলী নায়ক** এর নিকট হইতে জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- পাঁশকুড়া, মৌজা দক্ষিন মেচগ্রাম, জে.এল. নং ৭৪, খতিয়ান নং ২৩২৮, দাগ নং ১৪৪০, পরিমান ১.৬৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। মিউটেশান প্রসঙ্গে কারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রমান সহ পাঁশকুড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের নিকট যোগাযোগ করুন।

অমিত কুমার মাইতি,
এ্যাডভোকেট.,
জেলা জজ কোর্ট, তমলুক,
পূর্ব মেদিনীপুর
Bar Council Enrolment
No.- WB/1041/2008

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী প্রবীর দাস,** সাং- কনকপুর, রেজিষ্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী মূলে **শ্রীমতী রিমলী মাইতি নায়ক প্রঃ রিমলী নায়ক** এর নিকট হইতে জেলা – পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- পাঁশকুড়া, মৌজা- দক্ষিন মেচগ্রাম, জে.এল. নং ৭৪, খতিয়ান নং ২৩২৮, দাগ নং ১৪৪০, পরিমান ১.৬৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। মিউটেশান প্রসঙ্গে কারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রমান সহ পাঁশকুড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের নিকট যোগাযোগ করুন।

অমিত কুমার মাইতি,
এ্যাডভোকেট.,
জেলা জজ কোর্ট, তমলুক,
পূর্ব মেদিনীপুর
Bar Council Enrolment
No.- WB/1041/2008

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ মার্চ, ৩রা চৈত্র। বুধ বার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ স্নূহী চতুর্দশী তিথি। গৃহে লাল পতাকা, শ্বেত কলসী তে স্থাপন ও পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা

কোচবিহার (৯)

কেন্দ্র	প্রার্থী
মেখলিগঞ্জ	পরেশচন্দ্র অধিকারী
মাথাভাঙা	সাবলু বর্মন
কোচবিহার উত্তর	পার্থপ্রতিম রায়
কোচবিহার দক্ষিণ	অভিজিৎ দে ভৌমিক
শীতলকুচি	হরিহর দাস
সিতাই	সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া
দিনহাটা	উদয়ন গুহ
নাটাবাড়ি	শৈলেন বর্মা
তুফানগঞ্জ	শিবশংকর পাল

আলিপুরদুয়ার (৫)

কেন্দ্র	প্রার্থী
কুমারগ্রাম	রাজীব টিগ্গা
কালচিনি	বীরেন্দ্র বেরা
আলিপুরদুয়ার	সুমন কাঞ্জিলাল
ফালাকাটা	সুভাষচন্দ্র রায়
মাদারিহাট	জয়প্রকাশ টোপ্পো

জলপাইগুড়ি (৭)

কেন্দ্র	প্রার্থী
ধূপগুড়ি	ডঃ নির্মলচন্দ্র রায়
ময়নাগুড়ি	রামমোহন রায়
জলপাইগুড়ি	কৃষ্ণ দাস
রাজগঞ্জ	স্বপ্না বর্মন
ডাবগ্রাম- ফুলবাড়ি	রঞ্জন শীল শর্মা
মাল	বুলুচিক বরাইক
নাগরাকাটা	সঞ্জয় কুজুর

কালিম্পং (১)

কেন্দ্র	প্রার্থী
কালিম্পং	তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না

দার্জিলিং (৫)

কেন্দ্র	প্রার্থী
দার্জিলিং	তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না
কার্শিয়াং	তৃণমূল প্রার্থী দিচ্ছে না
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি	শংকর মালাকার
শিলিগুড়ি	গৌতম দেব
ফাঁসিদেওয়া	রিনা টোপ্পো এক্কা

উত্তর দিনাজপুর (৯)

কেন্দ্র	প্রার্থী
চোপড়া	হামিদুল রহমান
ইসলামপুর	কানাইয়ালাল আগরওয়াল
গোয়ালপোখর	গোলাম রব্বানি
চাকুলিয়া	মিনহাজুল আরফিন আজাদ
করণদিঘি	গৌতম পাল
হেমতাবাদ	সত্যজিৎ বর্মন
কালিয়াগঞ্জ	নিতাই বৈশ্য
রায়গঞ্জ	কৃষ্ণ কল্যাণী
ইটাহার	মোশারফ হোসেন

দক্ষিণ দিনাজপুর (৬)

কেন্দ্র	প্রার্থী
কুশমণ্ডি	রেখা রায়
কুমারগঞ্জ	তোরফ হোসেন মণ্ডল
বালুরঘাট	অর্পিতা ঘোষ
তপন	চিন্তামণি বীহা
গঙ্গারামপুর	গৌতম দাস
হরিরামপুর	বিপ্লব মিত্র

মালদহ (১২)

কেন্দ্র	প্রার্থী
হবিবপুর	অমল কিসকু
গাজোল	প্রসেনজিৎ দাস
চাঁচল	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিশ্চন্দ্রপুর	মহম্মদ মতেবুর রহমান
মালতিপুর	আবদুর রহিম বক্সি
রতুয়া	সমর মুখোপাধ্যায়
মানিকচক	কবিতা মণ্ডল
মালদহ	দীপিকা বর্মন ঘোষ
ইংলিশ বাজার	আশিস কুণ্ডু
মোথাবাড়ি	মহম্মদ নজরুল ইসলাম
সুজাপুর	সাবিনা ইয়াসমিন
বৈষ্ণবনগর	চন্দনা সরকার

মুর্শিদাবাদ (২২)

কেন্দ্র	প্রার্থী
ফরাক্কা	আমিরুল ইসলাম
সামশেরগঞ্জ	নুর আলম
সুতি	ইমানী বিশ্বাস
জঙ্গিপুর	জাকির হোসেন
রঘুনাথগঞ্জ	আখরুজ্জামান
সাগরদিঘি	বায়রন বিশ্বাস
লালগোলা	আধুর আজিজ
ভগবানগোলা	রেয়াত হোসেন
রানিনগর	সৌমিক হোসেন
মুর্শিদাবাদ	শাওনী সিংহ রায়
নবগ্রাম	প্রণবচন্দ্র দাস
খড়গ্রাম	আশিস মার্জিত
বড়ঞা	প্রতিমা রজক
কান্দি	অপূর্ব সরকার
ভরতপুর	মুস্তাফিজুর রহমান
রেজিনগর	আতাউর রহমান
বেলডাঙা	রবিউল আলম চৌধুরী
বহরমপুর	নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়
হরিহরপাড়া	নিয়ামত শেখ
নওদা	শাহিনা মমতাজ বেগম
ডোমকল	হুমায়ুন কবীর
জলঙ্গি	বাবর আলি

নদিয়া (১৭)

কেন্দ্র	প্রার্থী
করিমপুর	সোহম চক্রবর্তী
তেহট্ট	দিলীপ পোদ্দার
পলাশিপাড়া	রুকবানুর রহমান
কালীগঞ্জ	আলিফা আহমেদ
নাকাশিপাড়া	কল্লোল খাঁ
চাপড়া	জিবের শেখ
কৃষ্ণনগর উত্তর	অভিনব ভট্টাচার্য
নবদ্বীপ	পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা
কৃষ্ণনগর দক্ষিণ	উজ্জ্বল বিশ্বাস
শান্তিপুর	ব্রজকিশোর গোস্বামী
রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম	তাপস ঘোষ
কৃষ্ণগঞ্জ	সমীরকুমার পোদ্দার
রানাঘাট উত্তর-পূর্ব	বর্ণালী দে রায়
রানাঘাট দক্ষিণ	ডঃ সৌগত কুমার বর্মন
চাকদহ	শুভঙ্কর সিংহ
কল্যাণী	ডঃ অতীন্দ্রনাথ মণ্ডল
হরিণঘাটা	রাজীব বিশ্বাস

উত্তর ২৪ পরগনা (৩৩)

কেন্দ্র	প্রার্থী
বাগদা	মধুপর্ণা ঠাকুর
বনগাঁ উত্তর	বিশ্বজিৎ দাস
বনগাঁ দক্ষিণ	ঋতুপর্ণা আঢ্য
গাইঘাটা	নরোত্তম বিশ্বাস
স্বরূপনগর	বীণা মণ্ডল
বাদুড়িয়া	বোরহানুল মোকাদ্দিম
হাবড়া	জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
অশোকনগর	নারায়ণ গোস্বামী
আমডাঙা	কাশেম সিদ্দিকি
বীজপুর	সুবোধ অধিকারী
নৈহাটি	সনৎ দে
ভাটপাড়া	অমিত গুপ্ত
জগদ্দল	সোমনাথ শ্যাম
নোয়াপাড়া	তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
ব্যারাকপুর	রাজ চক্রবর্তী
খড়দহ	দেবদীপ পুরোহিত
দমদম উত্তর	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
পানিহাটি	তীর্থঙ্কর ঘোষ
কামারহাটি	মদন মিত্র
বরানগর	সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
দমদম	ব্রাত্য বসু
রাজারহাট-নিউটাউন	তাপস চট্টোপাধ্যায়
বিধাননগর	সুজিত বসু
রাজারহাট-গোপালপুর	অদিতি মুন্সি
মধ্যমগ্রাম	রথীন ঘোষ
বারাসত	সব্যসাচী দত্ত
দেগঙ্গা	আনিসুর রহমান
হাড়োয়া	আবদুল মতিন
মিনাখাঁ	ঊষারানি মণ্ডল
সন্দেশখালি	ঝর্ণা সর্দার
বসিরহাট দক্ষিণ	সুরজিৎ মিত্র
বসিরহাট উত্তর	মহম্মদ তৌসিফ রহমান
হিঙ্গলগঞ্জ	আনন্দ সরকার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১)

কেন্দ্র	প্রার্থী
গোসাবা	সুব্রত মণ্ডল
বাসন্তী	নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি
কুলতলি	গণেশচন্দ্র মণ্ডল
পাথরপ্রতিমা	সমীর কুমার জানা
কাকদ্বীপ	মন্টুরাম পাখিরা
সাগব	বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা
কুলপি	বর্ণালী ধাড়া
রায়দিঘি	তাপস মণ্ডল
মন্দিরবাজার	জয়দেব হালদার
জয়নগর	বিশ্বনাথ দাস
বারুইপুর পূর্ব	বিভাস সর্দার
ক্যানিং পশ্চিম	পরেশরাম দাস
ক্যানিং পূর্ব	মহম্মদ বাহারুল ইসলাম
বারুইপুর পশ্চিম	বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
মগরাহাট পূর্ব	শর্মিষ্ঠা পুরকায়েত
মগরাহাট পশ্চিম	শামিম আহমেদ
ডায়মন্ড হারবার	পান্নালাল হালদার
ফলতা	জাহাঙ্গির খান
সাতগাছিয়া	সোমাশ্রী বেতাল
বিষ্ণুপুর	দিলীপ মণ্ডল
সোনারপুর দক্ষিণ	লাভলী মৈত্র
ভাঙড়	শওকত মোল্লা
কসবা	জাভেদ আহমেদ খান
যাদবপুর	দেবব্রত মজুমদার
সোনারপুর উত্তর	ফিরদৌসি বেগম
টালিগঞ্জ	অরূপ বিশ্বাস
বেহালা পূব	শুভাশিস চক্রবর্তী
বেহালা পশ্চিম	রত্না চট্টোপাধ্যায়
মহেশতলা	শুভাশিস দাস
বজবজ	অশোক দেব
মেটিয়াবুরুজ	আবদুল খালেক মোল্লা

কলকাতা (১১)

কেন্দ্র	প্রার্থী
কলকাতা বন্দর	ফিরহাদ হাকিম
ভবানীপুর	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসবিহারী	দেবাশিস কুমার
বালিগঞ্জ	শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
চৌরঙ্গি	নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়
এন্টালি	সন্দীপন সাহা
বেলেঘাটা	কুণাল ঘোষ
জোড়াসাঁকো	বিজয় উপাধ্যায়
শ্যামপুকুর	শশী পাঁজা
মানিকতলা	শ্রেয়া পাণ্ডে
কাশীপুর-বেলগাছিয়া	অতীন ঘোষ

হাওড়া (১৬)

কেন্দ্র	প্রার্থী
বালি	কৈলাস মিশ্র
হাওড়া উত্তর	গৌতম চৌধুরী
হাওড়া মধ্য	অরূপ রায়
শিবপুর	রানা চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া দক্ষিণ	নন্দিতা চৌধুরী
সাঁকরাইল	প্রিয়া পাল
পাঁচলা	গুলশন মল্লিক
উলুবেড়িয়া পূর্ব	ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
উলুবেড়িয়া উত্তর	বিমলকুমার দাস
উলুবেড়িয়া দক্ষিণ	পুলক রায়
শ্যামপুর	নদেবাসী জানা
বাগনান	অরুণাভ সেন
আমতা	সুকান্ত পাল
উদয়নারায়ণপুর	সমীর কুমার পাঁজা
জগৎবল্লভপুর	সুবীর চট্টোপাধ্যায়
ডোমজুড়	তাপস মাইতি

হুগলি (১৮)

কেন্দ্র	প্রার্থী
উত্তরপাড়া	শীর্ষন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর	তন্ময় ঘোষ
চাঁপদানি	অরিন্দম গুঁই
সিঙ্গুর	বেচারাম মান্না
চন্দননগর	ইন্দ্রনীল সেন
চুঁচুড়া	দেবাংশু ভট্টাচার্য
বলাগড়	রঞ্জন ধারা
পাণ্ডুয়া	সমীর চক্রবর্তী
সপ্তগ্রাম	বিদেশ বোস
চণ্ডীতলা	স্বাতী খন্দকার
জাঙ্গিপাড়া	স্নেহাশিস চক্রবর্তী
হরিপাল	করবী মান্না
ধনেখালি	অসীমা পাত্র
তারকেশ্বর	রমেন্দু সিংহরায়
পুরশুড়া	পার্থ হাজারি
আরামবাগ	মিতা বাগ
গোঘাট	ডঃ নির্মল মাজি
খানাকুল	পলাশ রায়

পূর্ব মেদিনীপুর (১৬)

কেন্দ্র	প্রার্থী
তমলুক	দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়
পাঁশকুড়া পূর্ব	অসীমকুমার মাজি
পাঁশকুড়া পশ্চিম	সিরাজ খান
ময়না	চন্দন মণ্ডল
নন্দকুমার	সুকুমার দে
মহিষাদল	তিলক চক্রবর্তী
হলদিয়া	তাপসী মণ্ডল
নন্দীগ্রাম	পবিত্র কর
চণ্ডীপুর	উত্তর বারিক
পটাশপুব	পীযূষকান্তি পাণ্ডা
কাঁথি উত্তর	দেবাশিস ভুঁইয়া
ভগবানপুর	মানব বড়ুয়া
খেজুরি	রবীনচন্দ্র মণ্ডল
কাঁথি দক্ষিণ	তরুণ জানা
রামনগর	অখিল গিরি
এগরা	তরুণ মাইতি

পশ্চিম মেদিনীপুর (১৫)

কেন্দ্র	প্রার্থী
দাঁতন	মাণিক মাইতি
কেশিয়াড়ি	রামজীবন মান্ডি
খড়গপুর সদর	প্রদীপ সরকার
নারায়ণগড়	প্রতিভা রাণী মাইতি
সবং	মানস ভুঁইয়া
পিংলা	অজিত মাইতি
খড়গপুর (গ্রামীণ)	দীপেন রায়
ডেবরা	রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
দাসপুর	আশিস হুদাইত
ঘাটাল	শ্যামলী সর্দার
চন্দ্রকোনা	সূর্যকান্ত দলুই
গড়বেতা	উত্তরা সিংহ হাজরা
শালবনি	শ্রীকান্ত মাহাতো
কেশপুর	শিউলি সাহা
মেদিনীপুর	সুজয় হাজরা

ঝাড়গ্রাম (৪)

কেন্দ্র	প্রার্থী
নয়াগ্রাম	দুলাল মুর্মু
গোপীবল্লভপুর	অজিত মাহাতো
ঝাড়গ্রাম	মঙ্গল সোরেন
বিনপুর	বীরবাহা হাঁসদা

পুরুলিয়া (৯)

কেন্দ্র	প্রার্থী
বান্দোয়ান	রাজীবলোচন সোরেন
বলরামপুর	শান্তিরাম মাহাতো
বাঘমুণ্ডি	সুশান্ত মাহাতো
জয়পুর	অর্জুন মাহাতো
পুরুলিয়া	সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
মানবাজার	সন্ধ্যারানি টুডু
কাশীপুর	সৌমেন বেলথরিয়া
পাড়া	মাণিক বাউরি
রঘুনাথপুর	হাজারি বাউরি

বাঁকুড়া (১২)

কেন্দ্র	প্রার্থী
শালতোড়া	উত্তম বাউড়ি
ছাতনা	স্বপনকুমার মণ্ডল
রানিবাঁধ	ডঃ তনুশ্রী হাঁসদা
রাইপুর	ঠাকুরমণি সোরেন
তালডাংরা	ফাল্গুনী সিংহবাবু
বাঁকুড়া	ডঃ অরূপ মণ্ডল
বড়জোড়া	গৌতম মিশ্র
ওন্দা	সুব্রত দত্ত
বিষ্ণুপুর	তন্ময় ঘোষ
কোতুলপুর	হরকালী প্রতিহার
ইন্দাস	শ্যামলী রায় বাগদি
সোনামুখী	ডঃ কল্লোল সাহা

পূর্ব বর্ধমান (১৬)

কেন্দ্র	প্রার্থী
খণ্ডঘোষ	নবীনচন্দ্র বাগ
বর্ধমান দক্ষিণ	খোকন দাস
রায়না	মন্দিরা দলুই
জামালপুর	ভূতনাথ মল্লিক
মন্তেশ্বর	সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী
কালনা	দেবপ্রসাদ বাগ
মেমারি	রাসবিহারী হালদার
বর্ধমান উত্তর	নিশীথকুমার মালিক
ভাতার	শান্তনু কোনার
পূর্বস্থলী দক্ষিণ	স্বপন দেবনাথ
পূর্বস্থলী উত্তর	বসুন্ধরা গোস্বামী
কাটোয়া	রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কেতুগ্রাম	শেখ শাহনওয়াজ
মঙ্গলকোট	অপূর্ব চৌধুরী
আউশগ্রাম	শ্যামাপ্রসন্ন লোহার
গলসি	অলোককুমার মাঝি

পশ্চিম বর্ধমান (৯)

কেন্দ্র	প্রার্থী
পাণ্ডবেশ্বর	নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দুর্গাপুর পূর্ব	প্রদীপ মজুমদার
দুর্গাপুর পশ্চিম	কবি দত্ত
রানিগঞ্জ	কালোবরণ মণ্ডল
জামুড়িয়া	হরেরাম সিং
আসানসোল দক্ষিণ	তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
আসানসোল উত্তর	মলয় ঘটক
কুলটি	অভিজিৎ ঘটক
বারাবনি	বিধান উপাধ্যায়

বীরভূম (১১)

কেন্দ্র	প্রার্থী
দুবরাজপুর	চন্দ্রনরেশ বাউড়ি
সিউড়ি	উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়
বোলপুর	চন্দ্রনাথ সিনহা
নানুর	বিধানচন্দ্র মাঝি
লাভপুর	অভিজিৎ সিনহা রানা
সাঁইথিয়া	নীলাবতী সাহা
ময়ূরেশ্বব	অভিজিৎ রায়
রামপুরহাট	ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
হাসন	কাজল শেখ
নলহাটি	রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং
মুরারই	মোসারফ হোসেন

ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ঋণ বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান ব্যাংক হল দেশের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, যার উপস্থিতি সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত। ব্যাংকটির বর্তমানে ৫৯৫৫টি অভ্যন্তরীণ শাখা, ৩টি বৈদেশিক শাখ া এবং ১টি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক ইউনিট রয়েছে। এছাড়া ব্যাংকটির ৫৫৬৫টি এটিএম এবং ১৫৫৯৮ জন বিজনেস করেসপন্ডেন্ট বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি রয়েছেন। ব্যাংকটি ধারাবাহিক ভাবে একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রেখে চলেছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪.৩০ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে আমানতের পরিমাণ ৭.৯১ লক্ষ কোটি টাকা (যা গত বছরের তুলনায় ১২.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে) এবং ঋণের পরিমাণ ৬.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা (যা গত বছরের তুলনায় ১৪.২৪ শতাংশ

বৃদ্ধি পেয়েছে)। সব মিলিয়ে ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৩৪ শতাংশ। ব্যাংকের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের ৬৬.০৬ শতাংশই এসেছে রিটেইল, কৃষি ও এমএসএমই খাত থেকে; যা গত বছরের তুলনায় ১৬.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক খাতগুলোর প্রতি ব্যাংকের গভীর মনোযোগ ও গুরুত্বারোপের বিষয়টিই প্রতিফলিত করে।

গত ১০ মার্চ আয়োজিত এই 'মেগা রিটেইল, কৃষি ও এমএসএমই ঋণ বিতরণ কর্মসূচি'-তে সভাপতিত্ব করেন চেন্নাইস্থ কর্পোরেট অফিসের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (রিটেইল অ্যাসেটস ও এমএসএমই) শ্রী সুজয় মল্লিক। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আরকে সিং এবং কলকাতা এফজিএমও-এর অধীনস্থ সাতটি জোনেরই প্রধানরা। এই ঋণ বিতরণ কর্মসূচি চলাকালীন, রিটেইল, কৃষি এবং এমএসএমই; এই তিনটি খাতের অধীনে মোট ১, ৭৯৮ কোটি টাকার ঋণের প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই করা হয়। এর মধ্যে ১০২০ কোটি টাকার ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদন করা হয় এবং অবশিষ্ট ঋণের অনুমোদন ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যেই প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়।

'রাজ্যে পরিস্থিতি বদলের জন্য পরিবর্তন দরকার'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের পরিস্থিতি বদলের জন্য পরিবর্তন দরকার। মঙ্গলবার এমনটাই বললেন নৈহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, সোমবার প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছে। এদিন সকালে তিনি নৈহাটির বাড়িতে আসেন। সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ-সহ দলীয় কার্যকর্তা এবং কর্মীরা।

এর পর সংবাদমাধ্যমের মুখে ামুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের পরিস্থিতি বদলের জন্য পরিবর্তন দরকার। সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান,

নৈহাটিতে তিনি বড় হননি। নৈহাটিতে তিনি পড়াশুনাও করেননি। কর্মসূত্রে তাঁকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকতে হয়েছে। তথাপি তিনি বছরের বিভিন্ন সময়ে নৈহাটিতে আসতেন। বিজেপি প্রার্থী জানান, তিনি শ্রম দপ্তর-সহ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কাজ করেছেন। তাই তিনি বেকারদের কষ্টটা খুব ভালো বোঝেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ মার্চ ২০২৬, ৩ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার

টিকিট পাননি ৭৪ বর্তমান বিধায়ক, নেপথ্যে ক্ষোভ, কৌশল নাকি ঝুঁকি

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটের প্রাক্কালে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। প্রার্থীতালিকার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক; একধাক্কায় ৭৪ জন বর্তমান বিধায়কের টিকিট বাতিল। এই তালিকায় মনোজ তিওয়ারি, বিবেক গুপ্ত, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, সাবিত্রী মিত্র, রত্না দে নাগ, পরেশ পালদের মতো পরিচিত মুখও রয়েছেন। দলীয় অন্দরের সূত্রে উঠে আসছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা; অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ক্ষোভই মূল কারণ। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল, সংগঠন শক্তিশালী থাকলেও স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ বাড়ছে। সেই ক্ষোভকে প্রশমিত না করলে ভোটবাক্সে বিপত্তি ঘটতে পারত। ফলে ব্যক্তিকে সরিয়ে সংগঠনকে বাঁচানোর পথেই হেঁটেছে নেতৃত্ব।

একইসঙ্গে, ১৫ জন বিধায়কের আসন বদলও এই কৌশলেরই অংশ। ডেবরা থেকে হুমায়ুন কবীরকে সরিয়ে ডোমকল, খড়দহ থেকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব থেকে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে বেহালা পশ্চিমে পাঠানো; সবই স্থানীয় সমীকরণ বদলের হিসেবি চাল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তবে এই সিদ্ধান্তে অস্বস্তিও কম নয়। একাধিক বিধায়ক আসন বদলের দাবি তুললেও, তা শোনা হয়নি। এতে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

অন্য দিকে, নতুন মুখদের অন্তর্ভুক্তি; যেমন দেবাংশু ভট্টাচার্য, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষদের প্রার্থী করায় দল যে 'ফ্রেশ ইমেজ' তুলে ধরতে চাইছে, তা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে, তৃণমূলের এই প্রার্থী বাছাই শুধুই তালিকা নয়, এ এক হিসেবি 'অপারেশন'। লক্ষ্য একটাই; ক্ষোভ কাটিয়ে জয়ের রাস্তা মসৃণ করা। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এই কঠোর অস্ত্রোপচার কি শেষ পর্যন্ত লাভ দেবে, নাকি উলটে দলের অন্দরেই নতুন সমস্যার জন্ম দেবে?

কাউন্টডাউন শুরু, তৃণমূলকে সরানোর বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার আবহেই রাজ্যের শাসক দলকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ইঙ্গিত দিয়ে সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। ব্রিগেডের সভা আপনারা দেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চুপচাপ আছে, কিন্তু তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।' তাঁর দাবি, শুধু রাজ্যের ভেতরেই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালির মধ্যেও একই মনোভাব তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'দিল্লি, গুরগাঁও, নয়ডা, মহারাষ্ট্র, আমদাবাদ, সুরাত, ইন্দোর, গোয়ালিয়র; যেখানেই বাঙালিরা আছেন, সেখানেই একই উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। সবাই পরিবর্তন চায়।' শমীকের কথায়, 'যখনই ভোট হবে, মানুষ প্রস্তুত। সময়ের অপেক্ষা মাত্র।' তাঁর মন্তব্য, 'কাউন্টডাউনের শেষ কোথায়, সেটাও স্পষ্ট; ৪ মে-র পর ছবিটা বদলে যাবে।'

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশে হিংসার ছায়া নিয়েও মঙ্গলবার তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বাংলার শাসন ব্যবস্থাকে ঘিরে উদ্বেগই বড় হয়ে উঠছে। শমীকের দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গে রক্তপাত ছাড়া সরকার গঠন হয় না, বারবার সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে।' রাজ্যে প্রশাসনের শীর্ষ অধিকারিকদের নির্বাচন কমিশনের রদবদল প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'কাকে কোথায় বসাবে, সেটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়। কিন্তু আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।' একইসঙ্গে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, 'এই রদবদল না হলেও তৃণমূল হারবেই, আর বদল আনলেও তৃণমূল হারবে।'

মঙ্গলবার টালিগঞ্জের বিজয়গড়ে দেওয়াল লিখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস। —নিজস্ব চিত্র

মুচিপাড়া থানা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। —নিজস্ব চিত্র

বকেয়া ডিএ-র ইস্যুতে রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি সংগ্রামী মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বকেয়া ও আর্থিক প্রাপ্য ঘিরে নতুন করে চাপ বাড়াল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনি অবমাননার অভিযোগ তুলে এক সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিলেন। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে যে মডিফিকেশন আবেদন ও রিভিউ পিটিশন করা হয়েছে, এবং তার ভিত্তিতে যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে; দুটোই সম্পূর্ণ বেআইনি।' তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পদক্ষেপ প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

বকেয়া পরিশোধের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ভাস্কর। তাঁর কথায়, '২০০৮ সাল থেকে বকেয়া দেওয়ার কথা থাকলেও, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রথমত, ২০১৬-র জানুয়ারি থেকে ২০১৯-এর ডিসেম্বরের বকেয়া দু'টো কিস্তিতে দেওয়া হবে। তা-ও জিপিএফে দেওয়াহবে, যে টাকা একটা নির্দিষ্ট সময়ে লক ইন পিরিয়ডের মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ, ওই সময়ের মধ্যে এই টাকায় হাত দেওয়া যাবে না।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘোষিত অর্থবণ্টনের সময়সীমা ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বড় ফারাক রয়েছে। মঞ্চের দাবি, এই বকেয়া অর্থ দ্রুত বাজারে এলে আর্থিক পরিস্থিতিরও কিছুটা উন্নতি হবে। একই সঙ্গে আন্দোলনের পরবর্তী ধাপের ইঙ্গিত দিয়ে ভাস্কর বলেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা না হলে লক্ষ-লক্ষ পেনশনভোগীকে রাস্তায় নামানো হবে।'

সরকারের বিরুদ্ধে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' ও দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সংগ্রামী মঞ্চ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে; দাবি না মানলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

শশী পাঁজার বাড়িতে হামলায় কড়া বার্তা নতুন নগরপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের আবহে রাজ্যের প্রশাসনে একের পর এক বদল এনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় নির্বাচন কমিশন। এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই অজয় নন্দ স্পষ্ট বার্তা দিলেন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি গিরিশ পার্কে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনাকে 'দুঃখজনক' আখ্যা দেন। তাঁর বক্তব্য, 'আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমাদেরই দায়িত্ব। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

গত শনিবার ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাকে ঘিরে উত্তেজনার জেরে এই অশান্তি ছড়ায় বলে অভিযোগ। মন্ত্রীর বাড়ির সামনে ভাঙচুর ও ইটবৃষ্টি নিয়ে দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে দায় চাপিয়েছে। ঘটনায় পুলিশ নিজে থেকেই মামলা দায়ের করে এবং ন'জনকে গ্রেপ্তার করে। আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মীও।

এরই মধ্যে কমিশনের নির্দেশে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন করে নগরপালের দায়িত্ব পেয়েছেন অজয় নন্দ। আর প্রাক্তন ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে অন্য ভূমিকায় সরানো হয়েছে। একসঙ্গে একাধিক জেলার পুলিশ সুপার বদল এবং কলকাতা পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদেও রদবদল করা হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই এই ধারাবাহিক কড়াকড়ি, যাতে ভোটপ্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন থাকে।

ভোটে চেনা ছবি বদলে কঠোর নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিয়ে স্পষ্ট ও কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। সর্বদলীয় বৈঠকের পর বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়ে দিলেন, এবার ভোটের চেনা চিত্র বদলাতেই বদ্ধপরিকর কমিশন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সরাসরি বলেন, 'বাংলার যে ভোটের কালচার এতদিন দেখা গিয়েছে, সেটাই এবার বদলানো হবে।' তাঁর কথায় স্পষ্ট, অতীতের হিংসা, ভয় দেখানো বা বাধা তৈরির অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘ দিন ধরেই বিভিন্ন নির্বাচনে অশান্তির অভিযোগ উঠে এসেছে। বিরোধীরা বারবার দাবি করেছে, শাসক শিবিরের চাপে বহু কর্মী এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। সেই বিতর্কের আবহেই কমিশনের এই অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এ বার প্রতিটি বুথে শতভাগ ওয়েবকাস্টিং, কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধিতে জিপিএস নজরদারি এবং সংবেদনশীল এলাকায় আকাশপথে পর্যবেক্ষণের মতো প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি কোথাও অনিয়মের প্রমাণ মিললে পুনর্নির্বাচনের সুপারিশও করা হবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানান, প্রায় ২,২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে এবং প্রতিটি জেলায় বিশেষ পর্যবেক্ষক থাকবেন। সব মিলিয়ে কমিশনের বার্তা পরিষ্কার; এ বার ভোট হবে নজরবন্দি। আর লক্ষ্য একটাই, ভয়ের বদলে আস্থার পরিবেশে ভোটদান।

টিকিট না-পাওয়া মুখদের দলে টানছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ে নতুন কৌশল নিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। সংগঠন দুর্বল হলেও ভোটের ময়দানে লড়াই জোরদার করতে 'চেনা মুখ' খোঁজার পথে হাঁটছে দল। শাসক ও প্রধান বিরোধী শিবিরে টিকিট না-পাওয়া প্রভাবশালী নেতাদের দিকে নজর রাখছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রার্থী তালিকায় ভারী নাম অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বহরমপুর, মালদা, পুরুলিয়া-সহ একাধিক জেলায় পরিচিত নেতাদের প্রার্থী করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে কিছুটা দেরি হতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে।

এক নেতার কথায়, 'হাত প্রতীকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে দরজা খোলা রাখা হয়েছে। অন্য দলে সুযোগ না-পাওয়া অথচ এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আমরা প্রার্থী করতে চাইছি।' আরও এক সূত্রের দাবি, 'জয়ের নিশ্চয়তা না থাকলেও সম্মানজনক ভোট পাওয়াই লক্ষ্য। তাই শেষ মুহূর্তে তালিকায় কাটছাঁট করা হতে পারে।'

একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্তকে জোরদার করতে প্রবীণ নেতৃত্বকেও ভোটের ময়দানে নামানোর ভাবনা রয়েছে। আবদুল মান্নান, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অসিত মিত্রদের মতো অভিজ্ঞদের নাম ঘিরে আলোচনা চলছে, যদিও তাঁদের সম্মতি এখনও অনিশ্চিত। এই মুহূর্তে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে টানা বৈঠক চলছে রাজ্য নেতাদের। সব দিক খতিয়ে দেখে আগামী সপ্তাহ বা ইদের পর প্রার্থীতালিকা প্রকাশের সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

আদালতে দিন্দা, 'বিচারাধীন' কলিতা, পদ্মের প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আবহে প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। ময়না কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক অশোক দিন্দা নিজের বিরুদ্ধে থাকা মামলার পূর্ণ তথ্য জানতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। মনোনয়ন জমার আগে আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে এই পদক্ষেপ বলেই জানা যাচ্ছে।

আদালতে তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, 'মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত তথ্য জানা বাধ্যতামূলক। পুলিশের কাছে আবেদন করা হলেও এখনও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি, তাই আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।' বিচারপতি মামলা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন, শীঘ্রই শুনানি হতে পারে।

অন্য দিকে, পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজির নাম বর্তমানে ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তৈরি হলেও বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, প্রার্থী নির্বাচন সম্পূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হয়েছে।

বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার বলেন, 'প্রার্থী বাছাই আমাদের নিজস্ব বিষয়। আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী যা করার, তা করা হবে।' কলিতা মাজির বক্তব্য, 'আমি শুনানিতে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী।' অন্য রাজনৈতিক মহল থেকেও বিষয়টি নিয়ে মতামত সামনে আসছে। তবে নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই প্রার্থী তালিকা ঘিরে আগ্রহ ও আলোচনা বাড়ছে।

মধ্যরাতে বদলি স্বরাষ্ট্রসচিবকে ভিনরাজ্যেই পাঠাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট ঘোষণার পর প্রশাসনে ঝড়। অপসারিত স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে এবার অন্য রাজ্যে নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর একটি কেন্দ্রে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রবিবার রাতেই হঠাৎ প্রশাসনিক রদবদলে স্বরাষ্ট্রসচিব পদ থেকে সরানো হয় মীনাকে। একইসঙ্গে মুখ্যসচিব পদ থেকেও অপসারিত হন নন্দিনী চক্রবর্তী। নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন দুষ্মন্ত নারিওয়ালা, আর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয় সংঘমিত্রা ঘোষকে। এই পদক্ষেপে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, 'রাত সাড়ে ১২টায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল! এটা মগের মুলুক?' তিনি কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিও জানিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, বিরোধী দলনেতা আগেই বলেছিলেন, 'ওঁদের শুধু সরালেই হবে না, অন্য রাজ্যে পাঠাতে হবে।' তার পরেই মীনাকে ভিনরাজ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সতর্কবার্তা আজও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালবৈশাখীর প্রথম ঝাপটার পর আবহাওয়ায় স্বস্তির ছোঁয়া মিললেও বুধবারেও স্বস্তি পুরোপুরি স্থায়ী হচ্ছে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে, আর বিকেল গড়াতেই বাড়তে পারে বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের দাপট।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ছুঁতে পারে বলে আশঙ্কা। আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে সক্রিয় অবস্থানের জেরে অস্থিরতা বজায় রয়েছে। এর প্রভাবেই আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা দেখা যাবে।'

সোমবার রাতের ঝড়-বৃষ্টির পর তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। ফলে দিনের গরম তুলনামূলক সহনীয় থাকলেও আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি বজায় থাকতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রির কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন ২৩ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস।

উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি-সহ বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্যাসের টানে বিপাকে পুরভবনের সস্তার ক্যান্টিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরনিগম ভবনের ঐতিহ্যবাহী স্বল্পমূল্যের ক্যান্টিন এখন গভীর সংকটে। একসময়ে মেয়র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পরিষেবা এখন গ্যাসের অভাবে ধুঁকছে। প্রতিদিন শত-শত কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভরসার জায়গা এই ক্যান্টিনে ইতিমধ্যেই খাবারের তালিকা কমাতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। ধর্মতলা চত্বরের বহু নিম্নআয়ের মানুষও এখানে সুলভে খাবার পেতেন। কিন্তু গ্যাস সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় রান্নার পরিমাণে বড়সড় কাটছাঁট হয়েছে। বিকল্প হিসেবে ইনডাকশন চুল্লি ব্যবহার শুরু হলেও তাতে সীমিত পরিসরেই রান্না সম্ভব হচ্ছে।

ক্যান্টিন কর্মী স্বপ্না জানা বলেন, 'গ্যাস না থাকলে রান্নাই বন্ধ হয়ে যায়। রুটি, ভাত কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। ইনডাকশনে শুধু ছোটখাটো জিনিস করা যায়। এতে খুব সমস্যা হচ্ছে, এত মানুষের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না।' প্রতিদিন এখানে খেতে আসা এক গ্রাহক জে খান জানান, 'এখনও খাবার মিলছে, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন বাইরে বেশি দামে খেতে হবে, সেটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।'

পুরনিগমের এক আধিকারিকের কথায়, 'এটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ নয়। সীমিত গ্যাসেই পরিষেবা চালানোর চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আবার আগের মতো ব্যবস্থা করা হবে।' গ্যাসের জোগান না ফিরলে এই ঐতিহ্যবাহী ক্যান্টিনের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

সম্পাদকীয়

বাংলায় খেলা শুরু নির্বাচন কমিশনের, তটস্থ প্রশাসন, চিন্তায় শাসক

ভোট ঘোষণা হতেই বাংলায় খেলা শুরু জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। রবিবার বিকেলে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। আর তারপরই কার্যত সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মুডে আসরে নেমে পড়েছে কমিশন। রবিবার রাত থেকে শুরু অপারেশন। প্রথম স্পেলেই মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তারপরই একে একে ডিজি, কলকাতার সিপি, এডিজি আইনশৃঙ্খলা-সহ একের পর এক পুলিশ কর্তাদের ধরে ধরে সরানো হয়। ভোট ঘোষণার ৪৮ ঘন্টার পরও কমিশনের 'অপারেশন' জারি আছে। কমিশনের এই ভূমিকায় যেমন বিরোধী দলগুলি থেকে সাধারণ মানুষ খুশি, উল্টোদিকে তেমনি তটস্থ রাজ্যের পুলিশ ও আমলারা। কাঁপুনি ধরেছে রাজ্যের শাসক শিবিরে। এখন কী হয় কী হয় অবস্থা। কার থাকবে, কার যাবে, চলছে কাটাছেঁড়া। ভয়ে সিঁটিয়ে গোটা প্রশাসন। শাসক দলের প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, সব ঘেঁটে গিয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক তৃণমূল নিজেদের মতো করে সব ঘুঁটি সাজিয়েছিল, এখন তাঁদেরই চোখের সামনে সেই সাজানো বাগান তছনছ করে দিয়েছে কমিশন। একে তো এসআইআরের দৌলতে এমনিতেই বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষেরও বেশি নাম। এখনও বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষ নাম। সবমিলিয়ে চরম বেকায়দায় তৃণমূল শিবির। বেগতিক দেখে তৃণমূলনেত্রী এখন কমিশনে চিঠি লিখে পালটা চাপ তৈরি করার খেলায় নেমেছেন। কিন্তু সমস্যা হল, ওসবে যে আর চিড়ে ভিজবে না, সেটা উনি নিজেও জানেন। শুধু ক্যাডারদের দেখাতেই তাঁর এই লম্ফঝম্প। তার সব অস্ত্রই এখন বুমেরাংয়ের মতো ফিরে আসছে। দিশেহারা নেত্রী। ওপায় না দেখে এখন, সিমপ্যাথি কার্ড খেলছেন। বলছেন, তিনিও নাকি আক্রান্ত হতে পারেন। তাঁর বাড়িতেও নাকি আক্রমণ হতে পারে। এটা হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। এসব অবান্তর কথা বলে ক্যাডারদের হাততালি হয়তো জুটবে। কিন্তু আসল জায়গায় কাজ কতটা হবে বলা কঠিন। ভোট ঘোষণার ঘন্টাখানেক আগে ভাতার বন্যা বইয়েও ছাব্বিশের জয় নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছে না ঘাসফুল শিবির।

শব্দছক ১০৩

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. বন্ধ দরজা ৩. হাতি ৫. সমুদ্র ৬. নিপুন ৮. পক্ক ১০. মানুষ ১২. নগরের অধিবাসী ১৪. মহাদেব ১৫. মূর্খ ১৬. শক্তিসম্বলিত নারী ১৮. স্ত্রীবানর ১৯. লতানে গাছ ২০. শূন্য থেকে তেল প্রস্তুতকারক ২২. বিপদ ২৩. লাজ ১৪. চিন্তা নেই যার

ওপর-নিচ: ১. মিত্র ২. প্রতিহত করা ৪. উত্তরদান ৫. সীমান্ত ৭. ক্ষমা করার গুণ ১১. মুসলমান বাদশা ১৩. আকাশ ১৬ শক্তি ১৭. জেলে ১৮. গাছের ছাল ২১. ঘিয়ে বা তেলে ভাজা পরোটা গোত্রীয় ২২. কর্ণ

সমাধান ১০২ — পাশাপাশি: ১. কাজ ৩. মল ৬. পটল ৮. অশ্ব ৯. মানব ১০. মনন ১২. সাম্য ১৩. কুনো ১৪. বরবাদ ১৬. বিনুনি ১৮. ফাঁদ ১৯. নজর ২১. সতত ২২. রাম

ওপর-নিচ : ১. কাপট্য ২. জট ৪. মহিমা ৫. বিশ্ব ৭. লণ্ঠন ৮. অবসাদ ১০. মনোবিদ ১১. নবনির্মিত ১৫. বাদল ১৭. করম ১৮. ফাঁকা ২০. জরা

আজকের দিন

■ **১৯২২** — ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনে ভূমিকার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

■ **১৯৬২** — এভিয়ান চুক্তির মাধ্যমে আলজেরীয় যুদ্ধের অবসান ঘটে।

■ **১৯৬৫** — সোভিয়েত মহাকাশচারী আলেক্সেই লিওনভ প্রথম ১২ মিনিটের স্পেসওয়াক সম্পন্ন করেন।

জন্মদিন

শশী কাপুর

১৯১৯ বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর জন্মদিন।

১৯৩৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শশী কাপুরের জন্মদিন।

১৯৪৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নবীন নিশ্চলের জন্মদিন।

মালদায় আদি-নব্য উভয়তেই সমতা বজায় রাখল তৃণমূল

বাদ পড়লেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রার্থীর তালিকা থেকে নাম বাদ গেল রাজ্যের মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের রানিং বিধায়ক তাজমুল হোসেনের। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর বাইরে মালদার আরও দুই বিধায়ক এবারের প্রার্থী তালিকায় জায়গা করতে পারেন নি। একইভাবে রাজ্যের পাশাপাশি মালদা তৃণমূলের বর্ষিয়ান নেতা তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীও প্রার্থী হন নি। কয়েকটি জায়গায় যেমন তরুণ তুর্কি এবং নতুন মুখ প্রার্থী হিসেবে আনা হয়েছে। একইভাবে প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীর তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন। তবে ৬০ বছর বয়সে অসুস্থতার কারণে মানিকচকের রানিং বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র এবারে প্রার্থী হন নি। অথচ রতুয়ার ৮৪ বছর বয়সের বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়কে আবারও তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইংরেজবাজারের প্রাক্তন কাউন্সিলর আশিস কুণ্ডু প্রার্থী হওয়াতে দলের অন্দরে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সবমিলিয়ে এবারের মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী নিয়েও কোথাও উল্লাস, আবার কোথাও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এবারে তপশিলি উপজাতি হবিবপুর কেন্দ্রে অমল কিস্কুকে প্রার্থী করা হয়েছে। গাজোলে তরুণ তুর্কি তথা জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস প্রার্থী হয়েছেন। একইভাবে চাঁচলের বিধায়ক নিহাররঞ্জন ঘোষকে সরিয়ে প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে দল। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুরের রানিং আরেক বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন এবারে টিকিট পান নি। তার জায়গায় আরও এক তরুণ তুর্কি মতিবুর রহমানকে প্রার্থী করা হয়েছে। মালতিপুরে যথারীতি তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি টিকিট পেয়েছেন। রতুয়া কেন্দ্রে বর্ষিয়ান বিধায়ক সমর মুখার্জি এবার প্রার্থী হিসেবে লড়াই করবেন। মানিকচকে রানিং বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র অসুস্থ থাকার কারণে তাঁর বদলে নতুন মুখ হিসাবে কবিতা মন্ডলকে প্রার্থী করা হয়েছে। এবারে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মুখ হিসাবে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষকে প্রার্থী করেছে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। ইংরেজবাজার কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন কাউন্সিলর আশিস কুন্ডু। মোথাবাড়িতে সাবিনা ইয়াসমিন বিধায়িকা ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজ্যের মন্ত্রী রয়েছেন। নিজের কেন্দ্রে তিনি এবারে টিকিট পান নি। সাবিনা ইয়াসমিন প্রার্থী হয়েছেন সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। মোথাবাড়িতে প্রার্থী করা হয়েছে নজরুল ইসলামকে। যথারীতি বৈষ্ণবনগরে প্রার্থী হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক চন্দনা সরকার। এদিকে দলের দুই রানিং বিধায়ক একজন মন্ত্রী প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। শুধু তাই নয়, ইংরেজবাজারের প্রাক্তন কাউন্সিলরকে পার্থী করা নিয়ে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সবমিলিয়ে এবারে মালদার বারোটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের ফলাফল খুব একটা সন্তোষজনক হবে না বলেও দলের একাংশ দাবি করেছেন। এর পিছনে দলের জেলা সভাপতি ও কয়েকজন নেতৃত্বকেই দোষারোপের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল একাংশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের জেলা কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, বাইরে থেকে একজন প্রাক্তন আইপিএস কর্তাকে চাঁচলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। অথচ রানিং বিধায়ক নীহার ঘোষ টিকিট পেলেন না। ইংরেজবাজারে প্রাক্তন কাউন্সিলর আশিস কুণ্ডুকে প্রার্থী করা হল। ওনার ভাব মূর্তি মানুষের কাছে খুব একটা সচ্ছল নয়। যে নিজের ওয়ার্ডেই জিততে হিমশিম খায়, সে এবারে লড়বে এই বিধানসভা কেন্দ্রে। একইভাবে বাদ পড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের রানিং বিধায়ক সেখ ানেও নতুন মুখ মতিবুর রহমানকে নিয়েই শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। ৬০ বছর বয়সে যদি সাবিত্রী অসুস্থ হতে পারেন, তাহলে ৮৪ বছর বয়সে কি করে রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জিকে প্রার্থী করা হল। সেখানে কি নতুন মুখ ছিল না। অভিযোগ, কয়েকটি কেন্দ্রে টাকার বিনিময়ে প্রার্থী হয়েছে। পাশাপাশি হবিবপুর কেন্দ্রে প্রার্থী নিয়েও দলের অন্তরে কোন্দল শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগেই উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অরুনা মার্ডি কলকাতায় তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। আশা ছিল তাকে প্রার্থী করার। কিন্তু তাঁর বদলে করা হয়েছে অমল কিসকুকে। এই প্রার্থীর বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে দলের অন্দরে। সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে মালদায় তৃণমূলের আসন সংখ্যা যে কমতে চলেছে তা আবারও দাবি করেছে দলের একাংশ নেতৃত্ব। যদিও এ ব্যাপারে অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, 'আমাদের লক্ষ্য মালদার ১২টি আসন দখল করা। দল যেটা ভালো মনে করেছেন সেইসব যোগ্যদের প্রার্থী করেছেন। তবে যারা প্রার্থী হতে পারেন নি তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ নেই। এটা বিজেপির মিথ্যা প্রচার।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা ও উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রতাপ সিং বলেন, 'শাসক দলের কারা কি প্রার্থী হয়েছে তা জেনে লাভ নেই। মালদায় এবার ভালো ফল করবে বিজেপি।'

আরামবাগে নতুন মুখে বাজিমাত ঘাসফুলের

দ্বিমুখী লড়াইয়ের ইঙ্গিত

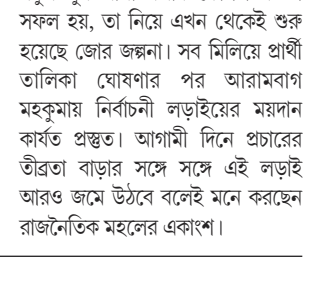

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই আবহেই মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলনেত্রী। তৃণমূল ভবন থেকে প্রকাশিত এই তালিকায় মোট ২৯১টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, যা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। হুগলি জেলার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বড়সড় চমক দিয়েছে শাসক দল। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, আরামবাগে মিতা বাগ, পুরশুড়ায় পার্থ হাজারি, গোঘাটে ডা. নির্মল মাঝি, খানাকুলে পলাশ রায় এবং তারকেশ্বরে রামেন্দু সিংহ রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রগুলিতে এবার সম্পূর্ণ নতুন মুখের উপরেই ভরসা রেখেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই আরামবাগ মহকুমা জুড়ে তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ছবি ধরা পড়ে। আরামবাগে তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন। অন্যদিকে, পুরশুড়ার প্রার্থী পার্থ হাজারি হরাদিত্য এলাকার দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। খানাকুলে প্রার্থী পলাশ রায় মনোনয়নের ঘোষণার পর আরামবাগের দিঘির পাড়ে গিয়ে কুলদেবী মা দুর্গার আশীর্বাদ নেন। এরপর তিনি খানাকুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং এলাকায় পৌঁছে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রচার কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে। এদিকে গোঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী ডা. নির্মল মাঝি বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও শীঘ্রই তিনি গোঘাটে পৌঁছে প্রচারে নামবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। তারকেশ্বরের প্রার্থী রামেন্দু সিংহ রায়ও খুব দ্রুতই মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই বিষয়ে খানাকুলের তৃণমূল প্রার্থী পলাশ রায় বলেন, 'মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করছি। জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। খানাকুলের মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন করবে।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার এই পাঁচটি আসনেই এবার দ্বিমুখী লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এই দুই শক্তির মধ্যে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যেতে পারে। নতুন মুখ প্রার্থী করার কৌশল কতটা সফল হয়, তা নিয়ে এখন থেকেই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। সব মিলিয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর আরামবাগ মহকুমায় নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দান কার্যত প্রস্তুত। আগামী দিনে প্রচারের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লড়াই আরও জমে উঠবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

কামারপুকুরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু ছয় বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশই বাড়ছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে রাজ্য জুড়ে দেখা গিয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা ও উৎসাহ। সেই আবহেই মঙ্গলবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার ছয় বিজেপি প্রার্থী একযোগে আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করলেন। এদিন সকালেই প্রার্থীরা উপস্থিত হন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে পূজার্চনা করে তাঁরা নিজেদের নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ধর্মীয় আবহে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী , গোঘাটের প্রার্থী, চন্দ্রকোনার প্রার্থী, তারকেশ্বরের প্রার্থী, খানাকুলের প্রার্থী এবং পুরশুড়ার প্রার্থী। পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ বলেন, 'মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়ন থমকে রয়েছে। আমরা মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের রাজনীতি করতে চাই। তাই আজ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মানুষের দরজায় পৌঁছবো।' পুজো অর্চনা শেষে ছয় প্রার্থীই নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে রওনা দেন এবং জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় সভা, পথসভা ও জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার আরও জোরদার করা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে ধর্মীয় স্থান থেকে প্রচার শুরু করা বিজেপির কৌশলের অংশ। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আবেগকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন দেখার, এই কৌশল কতটা কার্যকর হয় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে।

'জন্মদিনে দিদির উপহার' সিউড়ির প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জি

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

'শুভ জন্মদিন বাবা'-মেয়ে আয়ুস্মির শুভেচ্ছায় হাসিমুখে ঘুম থেকে উঠেছিলেন সিউড়ির চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য দিনের মতোই শহরের একগুচ্ছ কাজের ফাঁকে তিন তিনটে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে দুপুর পর্যন্ত সময় কাটিয়েছেন। এর মধ্যেই অনেকেই তার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, শারীরিক সুস্থতা কামনা করেছেন। কিন্তু বিকেল বেলায় এলো জন্মদিনের সেরা উপহার। টিভির ওপারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করছেন। ২৮৫ সিউড়ি বিধানসভা আসনের তৃণমূলের প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। জেলা তৃণমূল কার্যালয় থেকে আর সিউড়ি পৌরসভার অফিস থেকে প্রথম খ বর পেয়েই প্রণাম করলেন ইষ্টদেবকে, কৃতজ্ঞতা জানালেন ঈশ্বরকে আর মাথা নত করলেন ঘরের মাঝে রাখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে। ইতিমধ্যেই ফোনের রিংটোন ক্রমাগত বেজে চলেছে। তৃণমূল সমর্থকের ফোন ধরেই নেমে এলেন, রাস্তায় তখন তৃণমূল সমর্থকদের ভিড়, পরিচিত মানুষদের হাতে মালা, ঘরের ছেলে প্রার্থী হয়েছে। এবার সিউড়িতে ভূমিপুত্রদের লড়াইয়ে বামফ্রন্ট প্রার্থী করেছে সিপিএমের মতিউর রহমানকে আর বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। গতকালই তাঁরা মাঠে নেমে পড়েছেন। তাই মঙ্গলবার নাম ঘোষণা হওয়া মাত্রই দলীয় কর্মী, সমর্থকদের আবদার মেনে কাউন্সিলর, তৃণমূলের ব্লক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে চৈতালি মোড়ে হনুমানজীর মন্দিরে প্রণাম সারলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। তারপর জনসংযোগ বাড়াতে আর ভূমিপুত্রকে জেতাতে পৌঁছে গেলেন মসজিদ মোড়ে। রাস্তায় পথ চলতি মানুষদের সঙ্গে কথা বললেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়। আবেদন করলেন, তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে তাঁকে জেতানোর জন্য। বললেন, শুধুমাত্র চেয়ারম্যান হিসেবে সমস্ত কাজ করে ওঠার সুযোগ হয়নি ,বিধায়ক হলে সমস্ত অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করবেন, গড়বেন নতুন সিউড়ি। আজকের জন্মদিনে সেরা উপহার কি জানতে চাইলে হাসিমুখে তাঁর একটাই উত্তর, 'দিদির উপহার।' সঙ্গে যোগ করলেন, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ী হয়ে দিদিকে প্রণাম করতে চান আর ভূমিপুত্র হয়ে কাজ করে সিউড়ির মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান।

উত্তরপাড়া কেন্দ্রে চমক

তৃণমূলের হয়ে টিকিট পেলেন কল্যাণ-পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ইতিমধ্যেই উত্তরপাড়া বিধানসভা আসনে সিপিএম তাঁদের প্রার্থী হিসেবে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেছে। এবার উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মুখ হিসেবে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বর্ষীয়ান নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়েছে এই কেন্দ্রে।

পেশায় আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সওয়াল করে ইতিমধ্যেই পরিচিতি অর্জন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, আরজি কর কাণ্ড, এই ধরনের আলোচিত মামলাগুলিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যের হয়ে আইনি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। এছাড়াও চিকিৎসকদের আন্দোলন, কাঁথির সমবায় ব্যাঙ্ক নির্বাচন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য সংক্রান্ত মামলা, এবং সন্দেশখালির গণধর্ষণ মামলার মতো সংবেদনশীল ইস্যুতেও তিনি রাজ্যের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন। আইনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে এবার সরাসরি রাজনৈতিক ময়দানে নামছেন শীর্ষণ্য। উত্তরপাড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করায় রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেখছেন অনেকে। নতুন মুখ হলেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও পারিবারিক রাজনৈতিক প্রভাব এই লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই দেখার।

প্রচারে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই প্রচারে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তিনি শুরু করলেন নির্বাচনী প্রচার। মঙ্গলবার সকালে সগড়ভাঙা ভৈরব মন্দিরে পুজো দেন। তারপরেই সেখানে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দেওয়াল লিখনে হাত লাগান। বাড়িতে বাড়িতে জনসংযোগ করেন। তারপরেই সেখ ান থেকে তিনি মুচিপাড়া রাম মন্দিরে পুজো দেন। সেখানেও কর্মীদের সাথে কথা বলেন। এলাকায় জনসংযোগ করেন এবং সাথে সাথে দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র দিলীপ আগস্তির বাড়িতে গিয়ে আশীর্বাদ নেন।

বীরভূম জেলার হাসন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ এবং দুবরাজপুর থেকে তৃণমূল প্রার্থী হলেন নরেশ চন্দ্র বাউড়ি।

দ্বিতীয়বার হরিপাল বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর দেওয়াল লিখনে ডা. করবী মান্না।

আমতা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমিত সামন্ত নিজেই তাঁর নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল লিখছেন।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে প্রণাম জানিয়ে ভোট প্রচারে কবি দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই দুর্গাপুরের পূর্ব ও পশ্চিম দুই বিধানসভা এলাকাতেই কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত এবং দুর্গাপুর পূর্বের প্রার্থী তথা বিধায়ক ও মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটের সময় প্রদীপ মজুমদারকে প্রণাম জানিয়ে নিজের রাজনৈতিক প্রচার শুরু করলেন কবি দত্ত। এদিন দুই প্রার্থীকে ঘিরে আবির খেলা, কুশল বিনিময় এবং শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। কর্মী-সমর্থকদের এই উচ্ছ্বাস আসন্ন নির্বাচনের আগে দলীয় সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

টিকিট না-পেয়ে কাঞ্চনের মন্তব্য 'আমি আগেই জানতাম'

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলি জেলার উত্তরপাড়া বিধানসভার রানিং বিধায়ক অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক তৃণমূলের তরফে পুনরায় টিকিট পেলেন না। কাঞ্চনের পরিবর্তে এবার উত্তরপাড়া থেকে তৃণমূল টিকিট দিয়েছে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শোনা গিয়েছিল, স্থানীয় নেতা, কাউন্সিলরা ক্ষুব্ধ কাঞ্চনের উপর। বিরোধীরা কটাক্ষ করেন, 'বিধায়ককে তাঁর বিধানসভায় দেখা আর ডুমুর ফুল দেখার সমান।' ঠিক সেই কারণেই কি এমন সিদ্ধান্ত নিল দল? পাঁচ বছর আগে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। নির্বাচনে জিতে বিধায়কের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অভিনেতা। বিধায়ক পদের মেয়াদ শেষ হবে মে মাসে। সে দিক থেকে কাঞ্চন এখনও উত্তরপাড়ার বিধায়ক। আগামী পাঁচ বছরের জন্য কেন কাঞ্চনের উপর ভরসা রাখল না দল? অভিনেতা বলেন, 'আমাকে তো আগেই বলা হয়েছিল। আমিই আগেই আভাস পেয়েছিলাম। তা ছাড়া আমার সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের কথাও হয়েছে। পুরোপুরি দলীয় সিদ্ধান্ত। পাঁচ বছর বিধায়ক হিসাবে কাজ করেছি। বিধায়ক হিসাবে না থাকলেও দলের কর্মী হিসাবে দিদির পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব।'

জামুড়িয়ায় বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখার্জিকে অভ্যর্থনা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে। এরই মধ্যে, জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির ঘোষিত প্রার্থী ডঃ বিজন মুখার্জিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন বিজেপি কর্মীরা। প্রবীণ বিজেপি নেতা কালীপ্রসাদ শর্মা ডঃ বিজন মুখার্জিকে ফুলের তোড়া উপহার দেন এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের জন্য আগাম অভিনন্দন জানান। এই উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের মধ্যে এক উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেল। কেননা এবারে বিজেপির প্রার্থী তাঁদের ভূমিপুত্র, এলাকার বাসিন্দা। বিজেপি নেতা ডঃ বিজন মুখার্জি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'জামুড়িয়ার মানুষ পরিবর্তন চান এবং এবার বিজেপি বিপুল সমর্থন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।' তিনি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলীয় প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানান। কালীপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'দলীয় কর্মীরা পূর্ণ শক্তিতে নির্বাচনী ময়দানে নামবেন এবং জামুড়িয়া বিধানসভা আসনে বিজেপির বিজয় নিশ্চিত করবেন।' ডঃ বিজন মুখার্জিও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তিনি এলাকার উন্নয়ন এবং জনগণের সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জামুড়িয়ায় রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমাগত বাড়ছে এবং বিভিন্ন দলের নেতারা নিজ নিজ প্রার্থীকে সমর্থন করার জন্য সক্রিয় হয়েছেন। এই প্রচার অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি এবং বর্তমান জেলা সদস্য নিরঞ্জন সিং বলেন, 'আমরা সবাই আমাদের প্রার্থীর উপর খুব সন্তুষ্ট এবং তৃণমূলকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত।'

বাঁকুড়ায় বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা ১০টি কেন্দ্রে

স্থানীয় ও আদি নেতাদের গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে বাঁকুড়া জেলার প্রথম ধাপের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর বাদে বাকি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ, নয়াদিল্লি থেকে। শালতোড়া, ছাতনা, ওন্দা, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী, রাইপুর, রানিবাঁধ, তালডাংরা ও বড়জোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য যথাক্রমে চন্দনা বাউড়ি, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ শাখা, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, নির্মল কুমার ধারা, দিবাকর ঘরামি, ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা, ক্ষুদিরাম টুডু, সৌভিক পাত্র ও বিশ্বেশ্বর সিনহাকে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি প্রার্থী করেছে। শালতোড়া, ছাতনা, ওন্দা, ইন্দাস ও সোনামুখী কেন্দ্রে বিজেপি আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বদল করেনি। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেতা বিধায়কদের ফের প্রার্থী করা হয়েছে। এই নির্বাচনে জেলার ৮টি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি প্রার্থীরা। বিজেপির জেতা বাকি তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। কোতুলপুরে বিজেপির টিকিটে জয়ী ও পরবর্তীতে দলবদল হরকালী প্রতিহারের জায়গায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে প্রার্থী করা হয়েছে। পেশায় শিক্ষক লক্ষ্মীকান্তবাবু বিজেপির হয়ে ২০১৪ সালে এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দলের পুরাতন কর্মী। রাইপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে ক্ষেত্রমোহন হাঁসদাকে। পেশায় কৃষক ক্ষেত্রমোহনবাবু ২০১১ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থী হয়ে বিধানসভায় লড়াই করেছিলেন। এই নির্বাচনে তিনি সিপিএম ও তৃণমূলের পর তৃতীয় স্থানে ছিলেন। চতুর্থ স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থীর দ্বিগুণ ভোট পেয়েছিলেন। এবার তালডাংরায় প্রার্থী করা হয়েছে সৌভিক পাত্রকে। বিজেপির তালডাংরা মণ্ডল-৩ সভাপতি ও স্থানীয় বাঁশকোপার বাসিন্দা সৌভিক বাবু, জয়পন্ডা ওপর সেতু তৈরি ও বালি চুরি রোধ আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ। সিমলাপাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবেও পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী স্থানীয় ছিল না বলে হার হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এবার তাই স্থানীয় একজনকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। বিজেপির তালিকা থেকে স্পষ্ট যে তারা এবার কোনরকম ফাঁক রাখতে চায়নি। স্থানীয় ও দলের প্রবীণদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দঃ দিনাজপুরের ৬টি আসনে অভিজ্ঞ মুখ বাছাই তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার ২৯১টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ আসনে লড়াই করবেন অভিজ্ঞ মুখের প্রতিনিধিরা। দলীয় ঘোষণা অনুযায়ী, হরিরামপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিপ্লব মিত্র এবং কুমারগঞ্জ থেকে তোরাফ হোসেন মণ্ডল। গঙ্গারামপুর আসনের জন্য গৌতম দাস এবং জেলার সদর আসন বালুরঘাট থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অর্পিতা ঘোষকে। এছাড়া কুশমণ্ডি থেকে রেখা রায় এবং তপন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন চিন্তামণি বিহা। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সাথে সাথেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে তৃণমূল শিবিরের নির্বাচনী প্রচারের তৎপরতা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রতিপক্ষকে কড়া টক্কর দিতে এবং জেলায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই নামগুলো চূড়ান্ত করেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জেলার নির্বাচনী লড়াই এবং প্রচারের উত্তাপ আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের, বামনঘাটা শাখার জন্য লিজে প্রেমিসেস এর জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক -**গ্রাম - বামনঘাটা, পোস্ট -হাদিয়া, থানা -কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া** অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় ন্যূনতম কার পার্কিং সুবিধা সহ ১০০ বর্গফুট মাপের এটিএম সহ শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৫ বছরের মেয়াদে লিজে অফিস প্রেমিসেস (নির্মিত/নির্মীয়মাণ) অধিকারী মলিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড)টেন্ডার আহ্বান করছে।

টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় **১৮.০৩.২০২৬ বেলা ১২টা থেকে ০২.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০.০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুকূলে জমা দিয়ে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০২.০৪.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.indianbank.in** থেকে।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

SBI — হোম লোন সেন্টার বেহালা
জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৯.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী হেমন্ত কুমার বৈদ্য,** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ৪৪৬, আটাবাগান, কল্যাণ পরিষদ ক্লাব, পো - গড়িয়া, থানা - বাঁশদ্রোণী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৮৪ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৬,২৫,১৩৯ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ পঁচিশ হাজার একশ উনচল্লিশ টাকা) ২৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২৯.১১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **৪৬,২৫,১৩৯ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ পঁচিশ হাজার একশ উনচল্লিশ টাকা)** এবং ২৯.১১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী হেমন্ত কুমার বৈদ্য।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইলস মেঝে (লিফট সুবিধা সহ) ফ্ল্যাট নং ৩এ, চতুর্থতলে, দক্ষিণ দিকে (সামনের অংশে) পরিমাপ ৯১১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (৭২৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া), ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং/ড্রইং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা, এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং এফ, উত্তর পূর্ব দিকে পিছনের অংশে পরিমাপ আনুমানিক ১২৮ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৪৬, আতাবাগান, থানা : রিজেন্ট পার্ক, বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, ওয়ার্ড নং ১১১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য অবিভক্ত কলকাতা ৭০০০৮৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ৩১১১১০১০৪৪০০,** অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ বিস্তারিত প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতে পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবন এবং প্রেমিসেস নং বিস্তারিত তৃতীয় তপশিলে লিখিত নিম্নোক্ত মতে সংযুক্ত প্ল্যানে চিহ্নিত মতে এবং লাল কালিতে চিহ্নিত, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ৪৪৩৪৯ থেকে ৪৪৩৮৫, **দলিল নং ১৬০৫০০৯৪১-২০২৪ সালের।** অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর- আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তারিখ : ১৬.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর IV, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
টেলিফোন (০৩৩)-৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ইমেল : niccopark@niccoparks.com ওয়েব : www.niccoparks.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) বা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নোটিশটি বুধবার, ১৮ মার্চ, ২০২৬ বা তার আগে পাঠানো হবে। ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের কাছ থেকে প্রস্তাবনাগুলির অনুমোদন চাওয়া হবে। যে সকল শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি ডিপোজিটরিগুলিতে নিবন্ধিত নয়, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরিগুলিতে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করার জন্য এবং এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলির জন্য ই-ভোটিং-এর ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের জন্য ক্লায়েন্ট মাস্টারের একটি স্ক্যান করা কপি **rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, rahul@niccoparks.com, ankit@niccoparks.com** অথবা **raja.m@niccoparks.com**-এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২২ ও ২০-এর সাথে এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের মুদ্রিত কপি সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে না। তবে, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, ১৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য থাকবেন (কোম্পানি বা ডিপোজিটরিগুলিতে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন না করার কারণে যারা এই নোটিশটি পাননি, সেই সকল সদস্য সহ), তারা এই নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবের বিষয়ে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। বিস্তারিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময় : বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ, ২০২৬, সকাল ৯টা (আইএসটি)।
(খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় : শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৬, বিকাল ৫টা (আইএসটি)।
(গ) কাট-অফ তারিখ : শুক্রবার, ১৩ মার্চ, ২০২৬।
(ঘ) সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৩ মার্চ, ২০২৬ অনুযায়ী তাদের ধারণ করা ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যার অনুপাতে হবে।
(ঙ) ১৭ এপ্রিল, ২০২৬, বিকাল ৫টার পর ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং করার অনুমতি দেওয়া হবে না। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পর এনএসডিএল কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি, তারা **rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, rahul@niccoparks.com, ankit@niccoparks.com** অথবা **raja.m@niccoparks.com**-এ ইমেল পাঠিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারেন। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.niccoparks.com** থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। অনুগ্রহ করে এই নোটিশটিকে আমাদের সেই সকল সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করুন, যারা এই বিষয়ে অন্য কোনো যোগাযোগ পাননি বা পাননি এবং প্রস্তাবিত দূরবর্তী ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য পূর্ণকালীন কর্মরত কোম্পানি সচিব শ্রী পি. ভি. সুব্রামানিয়ানকে (সি.পি নং ২০৭৭ এবং এসিএস ৪৫৮৫) নিরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনসহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং যে এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানেও তা জানানো হবে। এছাড়া, ফলাফল **www.bseindia.com** ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ করা হবে।

যেকোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, আপনি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০-এ ফোন করতে পারেন বা **evoting.nsdl.co.in**-এ ইমেল করে অনুরোধ পাঠাতে পারেন; টেলিফোন নম্বর +৯১-২২-২৪৯৯ ৪৫৪৫/১৮০০-২২২-৯৯০।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিন : ০৭১১৯৮৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৩.২০২৬

SBI — এসবিআই উত্তরপাড়া শাখা (০১৪০৩)
১২৩ জিটি রোড, উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৫৮
পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল আইডি : sbi.01403@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল স্বত্ব দলিল নং ১৫২৩০১৮৮০, তারিখ : ২০.০২.২০২৩, সম্পত্তি শ্রী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য পিতা প্রয়াত শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি তুলাই ভট্টাচার্য স্বামী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য -এর নামে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত।

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **স্বত্ব দলিল নং ১৫২৩০১৮৮০, তারিখ : ২০.০২.২০২৩, সম্পত্তি শ্রী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য পিতা প্রয়াত শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি তুলাই ভট্টাচার্য স্বামী নিলাদ্রি ভট্টাচার্য** এর নামে নিবাস ফ্ল্যাট নং ২বি , প্লট নং সিই/১/সি/৩, প্রেমিসেস নং ০৭-০২১০, স্ট্রিট নং ০২১০, অ্যাকশন এরিয়া -১সি, নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৫৬, যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, রাজারহাট, খোয়া গিয়েছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, উত্তরপাড়া** এর হেফাজত থেকে ০৪.০৪.২০২৫ থেকে। সংশ্লিষ্ট স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে উত্তরপাড়া থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং **২৫৫/২০২৬ তারিখ** ০৫.০৩.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/স্বত্ব দলিলের ক্ষেত্রে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং / বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬
স্থান : উত্তরপাড়া

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই উত্তরপাড়া শাখা

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী বাবুল আচার্য্য পিতা শ্রী দুখা চরণ আচার্য্য,** নিবাস : ১০০/১৪, শশী ভূষণ মুখার্জি লেন, থানা : মালিপাঁচঘড়া, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৬, মূল বিক্রয় দলিল **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া,** ৯, জি টি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া- ৭১১১০১ এর নিকট হোম লোন এর কারণে জমা দিয়েছিলেন। মূল দলিল নং ১-১১৮৮৭/২০০৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৪৫, পৃষ্ঠা ৫৩৮ থেকে ৫৬৭-২০০৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর হাওড়া তারিখ ২০.১১.২০০৮ সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং **জি-ডি,** একতলায় পরিমাপ আনুমানিক **৩৩০ বর্গফুট** ১৬ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ভবনের নাম **"লক্ষ্মী নিকেতন"**, অবস্থিত ১৬১/১, নস্কর পাড়া রোড, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩, দাগ নং ১৪৮ এভং ১৪৯, খতিয়ান নং ৮১ এবং ৮২, মৌজা - মালিপাঁচঘড়া, জেএল নং ১, পো : ঘুষুড়ি, থানা : মালিপাঁচঘড়া, জেলা-হাওড়া, পিন - ৭১১১০৭ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে হাওড়া থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জিডিই নং ৯৮১ তারিখ ১৩.০৩.২০২৬** দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/দলিলে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া
হাওড়া- ৭১১১০১

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

শ্রীরামপুর শাখা
৫৪, কে. এম. শা স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, পিন - ৭১২২০১, ই-মেইল: s03763@psb.co.in

কোনো পক্ষপাত ব্যতিরেকে

১. **শ্রী নির্মল মজুমদার (লোনগ্রহীতা),** ৪৯, পঞ্চুগোপাল ভাদুরী সরণি, শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২০১
২. **শ্রী তনুজা মজুমদার (সহ-লোনগ্রহীতা),** ৪৯, পঞ্চুগোপাল ভাদুরী সরণি, শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২০১

বিষয়- সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২] -এর ১৩(২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ।

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

১. যেহেতু আপনারা ১ ও ২ নম্বর প্রাপকগণ ব্যাংকের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক আপনাদের অনুকূলে নিচে বর্ণিত ক্রেডিট সুবিধাসমূহ মঞ্জুর ও প্রদান করেছে:

মঞ্জুরির তারিখ	লোনগ্রহীতা(গণ) -এর নাম	অ্যাকাউন্ট নম্বর	লোণের স্কিম	মঞ্জুরিকৃত অর্থ (টাকায়)	সুদের হার
২৬.০৯.২০১৯	নির্মল মজুমদার এবং তনুজা মজুমদার	১৪৭০১২০০০০০২৪৯	হাউসিং লোন	১৫,০০,০০০.০০	৮.৮০% বার্ষিক

উপরিউক্ত লোন সুবিধাসমূহ স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত এবং শ্রীরামপুর পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ মৌজা- শ্রীরামপুর, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. দাগ নং ২৩৪৫, এল.আর. দাগ নং ৩২০৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৯৩৪, ৩০৯৫৮, ৩০৯২১, ৩০৯৩৬, ৩০৯৫৫ ও ৩০৯১৭-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে ৩৫/এ, বেনিয়াপাড়া লেন হোল্ডিং ঠিকানায় অবস্থিত একটি জি+৪ ভবনের 'কল্যাণী অ্যাপার্টমেন্ট' -এ অবস্থিত (১) তৃতীয় ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট **৩বি নম্বর ফ্ল্যাট** এবং (২) দ্বিতীয় ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কমবেশি ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট **২বি নম্বর ফ্ল্যাট** সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং উক্ত ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যার **সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি: ২০০০৫২৫৭২৯০৬।**

২. আপনারা ১ এবং ২ নম্বর প্রাপকগণ **২৬.০৪.২০১৯** তারিখে উপরিউক্ত লোন সুবিধার বিপরীতে বিভিন্ন লোন নথি সম্পাদন করেছেন এবং **বার্ষিক ৮.৮০% হারে** মাসিক অবশিষ্টের সুদ প্রদানসহ সময়ে সময়ে ব্যাংকের নির্দেশিকা মেনে চলতে সম্মত হয়েছেন।

৩. আপনারা ১ এবং ২ নম্বর প্রাপকগণ উপরিউক্ত লোন সুবিধার বিপরীতে ব্যাংকের পাওনা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে মৌজা- শ্রীরামপুর, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. দাগ নং ২৩৪৫, এল.আর. দাগ নং ৩২০৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৯৩৪, ৩০৯৫৮, ৩০৯২১, ৩০৯৩৬, ৩০৯৫৫ ও ৩০৯১৭-এর অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীরামপুর পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে ৩৫/এ, বেনিয়াপাড়া লেন হোল্ডিং ঠিকানায় অবস্থিত জি+৪ ভবনের (১) তৃতীয় ফ্লোরে **৩বি নম্বর ফ্ল্যাট** (৮০০ বর্গফুট) এবং (২) দ্বিতীয় ফ্লোরে **২বি নম্বর ফ্ল্যাট** (৬০০ বর্গফুট) সহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত স্থাবর সম্পত্তির সম ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করেছেন।

বন্ধকী সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :-

(ক) বন্ধকদাতার নাম:-
১. শ্রী নির্মল মজুমদার এবং ২. শ্রীমতী তনুজা মজুমদার
(খ) বন্ধকগ্রহীতা: পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক।
(গ) সুরক্ষিত অর্থের পরিমাণ- ১৪৭০১২০০০০০২৪৯ ১০,০০,০০০/- টাকা (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র)
(ঘ) সুদের হার: ১৪৭০১২০০০০০২৪৯-এর জন্য বার্ষিক ৯.২০% হারে মাসিক বিরতিতে (বর্তমান অবশিষ্ট সুদের হার)।
(ঙ) বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত এবং শ্রীরামপুর পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে মৌজা- শ্রীরামপুর, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. দাগ নং ২৩৪৫, এল.আর. দাগ নং ৩২০৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৯৩৪, ৩০৯৫৮, ৩০৯২১, ৩০৯৩৬, ৩০৯৫৫ ও ৩০৯১৭-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে ৩৫/এ, বেনিয়াপাড়া লেন হোল্ডিং ঠিকানায় অবস্থিত জি+৪ ভবনের 'কল্যাণী অ্যাপার্টমেন্ট'-এ অবস্থিত (১) তৃতীয় ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট **৩বি নম্বর ফ্ল্যাট** এবং (২) দ্বিতীয় ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত আনুমানিক ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট **২বি নম্বর ফ্ল্যাট** সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং উক্ত ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।
(চ) মালিকানা দলিলের বিবরণ: (১) **শ্রী নির্মল মজুমদার ও শ্রীমতী তনুজা মজুমদারের** নামে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে নথিভুক্ত ২৫.১০.২০১৯ তারিখের ০৬০৫০৪৩৬০ নম্বর বিক্রয় দলিল। (২) শ্রী নির্মল মজুমদার ও শ্রীমতী তনুজা মজুমদারের নামে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে নথিভুক্ত ২৫.১০.২০১৯ তারিখের ০৬০৫০৪৩৬০১ নম্বর বিক্রয় দলিল।
(ছ) সম্পত্তির চতুঃসীমা (কল্যাণী অ্যাপার্টমেন্টের ২বি এবং ৩বি ফ্ল্যাট)- **ফ্ল্যাট ৩বি** : উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ৩সি নম্বর ফ্ল্যাট ও সিঁড়িঘর, পূর্বে- উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে- ফাঁকা জায়গা ও মিউনিসিপ্যাল রাস্তা। **ফ্ল্যাট ২বি :** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ২সি নম্বর ফ্ল্যাট ও সিঁড়িঘর, পূর্বে- ২এ নম্বর ফ্ল্যাট, পশ্চিমে- ফাঁকা জায়গা ও মিউনিসিপ্যাল রাস্তা। **জমির সীমানা** - উত্তরে- ত্রৈলোক্য শীল-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে- প্রসাদ লাহিড়ী-এর সম্পত্তি, পূর্বে- মানস বসু-এর সম্পত্তি এবং অশোক পাল-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- পৌরসভার বেনিয়াপাড়া লেন রাস্তা।
(জ) বর্তমান বকেয়া পরিমাণ: ১৩,২৩,৫৪৭.২০ টাকা (তেরো লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)।

৪. আপনারা সম্মত হয়েছেন যে, মঞ্জুরিপত্র এবং লোন ডকুমেন্ট এর শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, সাধারণ সুদের হারের অতিরিক্ত বার্ষিক ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ ত্রৈমাসিক বিরতিতে প্রদান করবেন।

৫. আইনটির ২(ও) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী **২৯-১০-২০২৫** তারিখে অ্যাকাউন্টটিকে 'নন পারফর্মিং অ্যাসেট' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

৬. আমার ব্যাংক নিয়মিত হিসাবের খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং বর্তমানে **৩১-০১-২০২৬** পর্যন্ত সুদসহ মোট **১৩,২৩,৫৪৭.২০ টাকা** (তেরো লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) আপনাদের কাছ থেকে আইনত প্রাপ্য এবং আদায়যোগ্য; আপনারা সকলে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ব্যাংকের এই পাওনা অর্থসহ সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত দিতে বাধ্য থাকবেন।

৭. সুদের হার ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা অনুযায়ী সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্তমানে অ্যাকাউন্টে সুদের হার বার্ষিক **৯.২০%**, যা **০১.০৪.২০০২** থেকে কার্যকর।

৮. আপনারা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন যা উপরে বর্ণিত সম্পত্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত।

৯. আপনাদের এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, ১৩ ধারার ১৩ উপ-ধারা অনুযায়ী, আপনারা ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে এই নোটিশে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

১০. বকেয়া দায়ের বিপরীতে যে কোনো দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য ব্যাংক আপনাদের তলব করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১১. সারফেইসি আইনের ১৩ ধারার ৮ উপ-ধারার বিধানের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আপনারা সুরক্ষিত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নিলাম, দরপত্র আহ্বান বা ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে বিক্রির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া অর্থসহ ব্যাংকের ব্যয়িত খরচ ও চার্জ প্রদান করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, যদি উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে সম্পূর্ণ বকেয়া ও খরচ পরিশোধ করা না হয়, তবে আপনারা সম্পত্তিটি উদ্ধার বা মুক্ত করার অধিকার হারাবেন।

১২. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই নোটিশটি ব্যাংকের অন্যান্য আইনি অধিকার ও প্রতিকারের কোনো ক্ষতি না করে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে যথাযথ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি কার্যক্রম শুরু করাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও এই নোটিশটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৩৮ ধারা এবং পেমেন্ট অফ সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৭-এর অধীনে দায়ের করা যে কোনো অভিযোগ বা মামলার অধিকারকেও প্রভাবিত করবে না।

অতএব, আমি এই আইনি নোটিশের মাধ্যমে আপনাদের সকলকে অর্থাৎ ১ থেকে ৩ নম্বর প্রাপকগণকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যে, উপরে ৭ নম্বর প্যারায় বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী **১৩,২৩,৫৪৭.২০ টাকা** (তেরো লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১-০২-২০২৬** তারিখ থেকে মাসিক অবশিষ্টের ভবিষ্যৎ সুদ ও অন্যান্য চার্জসহ বকেয়া পাওনা এই নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে পরিশোধ করে দায়মুক্ত হোন। অন্যথায়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সুরক্ষিত পাওনা আদায়ের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এর ফলে উদ্ভূত সমস্ত খরচ ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য আপনারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।

'এই আইনের অধীনে আপনাদের আগে পাঠানো সমস্ত নোটিশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো'।

অনুগ্রহ করে নোট করুন যে, এই নোটিশের একটি অনুলিপি আমাদের অফিসে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখ: ১৭.০২.২০২৬
স্থান: শ্রীরামপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১০

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা, শ্রী কল্লোল কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভোগদখল করিয়া আসিতেছি উত্তরাধিকার সূত্রে পার্টিশন দলিল তারিখ ২৩.০৭১৯৭৯, উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৪, পৃষ্ঠা ২৬৯ থেকে ২৮১, দলিল নং ৪৩১৬ -১৯৭৯ সালের, সাব রেজিস্ট্রার উলুবেড়িয়া এবং সংশ্লিষ্ট দলিল নং ৪৩১৬-১৯৭৯, শ্রী শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী নির্মল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী বিমল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী উৎপল কৃষ্ণ ঘোষ এর অনুকূলে নথিভুক্ত স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি উলুবেড়িয়া থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৮৭১ তারিখ ১০.১১.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।

আমরা ঘোষণা করছি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কোনও ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি/অন্য কোনও সংস্থার নিকট বন্ধকদত্ত নেই সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং আমরা আমাদের জ্ঞাত ডেভেলপার দ্বারা উক্ত সম্পত্তির উপর উন্নয়ন নির্মাণ করার আগ্রহী।

আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সকল দায় থেকে মুক্ত এবং কোনও বিবাদ (আইনি) এর জন্য আমরা দায়ী থাকব। কোনও ব্যক্তির উক্ত বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকলে তিনি নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ৭ দিনের পরবর্তীতে কোনও দাবি আপত্তি গ্রাহ্য হবে না এবং আমরা উক্ত বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করব।

কল্লোল কুমার ঘোষ
মো : ৯৮৭৪৪৬১৩৩৬
উলুবেড়িয়া, হাওড়া

"ফর্ম নং আইএনসি - ২৬"
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী)
একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এম. বি. হুইলার্স লিমিটেড
CIN : U36900WB2006PLC107211
রেজিস্টার্ড অফিস চেম্বার নং ২১১, ৩য় তল, গভর্নমেন্ট প্লেস, উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, ভারত সম্পর্কিত।
...আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **সোমবার ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাতে হাতে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধরন সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, **কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫** পাঠাতে পারেন একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে:

চেম্বার নং ২১১, ৩য় তল, গভর্নমেন্ট প্লেস, উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, ভারত

এম. বি. হুইলার্স লি. এর পক্ষে
স্বা/-
তন্ময় মোদী
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০০৪২০৯৭৮

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬

আর/ও : শ্রী নিবাস, স্পোর্টস কলেজ রোড, জাঙ্গল নাকাহা নং ১, বাশরতপুর, গোরখপুর, উত্তরপ্রদেশ -২৭৩০০৪

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্নাটক রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার/
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল ৫ এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ফুলফিল টাইআপ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U51109WB1995PTC070287) রেজিস্টার্ড অফিস ৫বি, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, ২য় তল, থানা : বড়বাজার, কলকাতা- ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী/আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ০৯.০৩.২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "কর্নাটক রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার/ রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৫বি, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, ২য় তল, থানা : বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল : finance@shandgroup.com পাঠাতে পারেন।

ফুলফিল টাইআপ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জয় শান্দ
ডিরেক্টর
ডিন : ০০১৫৯৫১৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬

SBI — হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়োখালি, ই এম বাইপাস
কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল : sbi.16286@sbi.co.in

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মণ্টু কুমার মন্ডল, ই-মেইল আইডি sbi.16286@sbi.co.in, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১২৮৬৯/৯১৬৩০০৬১৩১

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৩.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ২৩.০৩.২০২৬

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) যেটির প্রকৃত দখল নিয়েছেন তা **২৬.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ক্রম নং ১

স্বাত্বাধিকারীর নাম : রাহুল আগরওয়াল, এ/সি নং ৪৩৭৫০০৩১৪২৩। বকেয়া পরিমাণ : **১৯,৪০,১৮৩.০০ টাকা** এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **১৩,৬০,০০০.০০ টাকা**। বায়না জমা (ইএমডি) **১,৩৬,০০০.০০ টাকা।** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিস্তারিত : হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লি/ক্রিয়েটা ১.৫ টার্বো ডিসিটি এসএক্স (ও) বিএস ৬, রেজি.নং **WB07W3999**, রেজি. তারিখ : ২২.০৩.২০২৫, চেসিস নং : **MALPC816VSM137645**, ইঞ্জিন নং : **G4LHSM270442**।

ক্রম নং ২

স্বত্বাধিকারীর নাম : রাহুল আগরওয়াল, এ/সি নং ৪৩৭৫০০২৯৩০১, বকেয়া পরিমাণ : **৩৫,২৭,৯৭৩.০০ টাকা** এবং সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **২৬,৩৫,০০০.০০ টাকা।** বায়না জমা (ইএমডি) : **২,৬৩,৫০০.০০ টাকা।** বর্ধিতকরণ মূল্য : **১০,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিস্তারিত : জিপ মেরিডিয়ান, রেজি নং : **WB07V9601**, রেজি তারিখ : **৩১.০১.২০২৫,** চেসিস নং **MCAPJ8AY0SFA12212*CR**, ইঞ্জিন নং : ৪৩৩৫৮৪০।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https//BAANKNET.com**
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে রক্ষিত তাদের দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের অনেক আগে **NEFT/RTGS** স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য দয়া করে **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৬
স্থান : দক্ষিণ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : সুকান্ত রায় খ) শাখা : বিষ্ণুপুর	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন সম্পত্তি **শ্রী সুকান্ত রায়** এর নামে, অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, জেলা বাঁকুড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, মৌজা - বিষ্ণুপুর, জেএল নং ১০১, বিষ্ণুপুর পুরসভা, এলআর খতিয়ান নং ২৪৪২৯ এবং ২৪৪৪৬, এলআর প্লট নং ১০৮০৮, পরিমাপ মোট এরিয়া ৩.৫৬ ডেসিমেল, তদস্থিত একতাল ভবন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পদ্মাবতী টুডু এর ভবন। দক্ষিণে : শ্যামাপদ মাঝি এর ভবন। পূর্বে : শ্রী শুভেন্দু এর ভবন। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) ১২.০৩.২০২৬ খ) ০১.১২.২০২৫ গ) ৫,৪৮,৬২৮.০০ টাকা ইউসিআই সহ (পাঁচ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো আঠাশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী আনারুল মন্ডল পিতা শাহজাহান মন্ডল খ) শাখা : বিষ্ণুপুর।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ব্রয়লার পোল্ট্রি শেড -**শ্রী আনারুল মন্ডল,** পিতা শাহজাহান মন্ডলের নামে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, মৌজা - মোরার, জেএল নং ১১৭, মোরার গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, খতিয়ান নং ৩৩৭৩, এলআর প্লট নং ১৭৮/১৩২২ পরিমাপ মোট এরিয়া ১৫.০০ ডেসিমেল তদস্থিত পোল্ট্রি শেড। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রবিউলের খালি জামি। দক্ষিণে : শাহাজাহান মন্ডলের খালি জমি। পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং প্রদীপ দত্ত এর খালি জমি। পশ্চিমে : শাহাজাহান মন্ডলের খালি জমি।	ক) ১২.০৩.২০২৬ খ) ৩০.১০.২০২৫ গ) ৮,০৩,০০০.০০ টাকা (আট লাখ তিন হাজার টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি কবিতা খান স্বামী শ্রী শ্যামাপদ খান। খ) শাখা : বিষ্ণুপুর	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন **শ্রীমতি কবিতা খান** এর নামে পশ্চিমবঙ্গ, জেলা বাঁকুড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, মৌজা -বিষ্ণুপুর, জেএল নং ১০১, বিষ্ণুপুর পুরসভা অধীন, এলআর খতিয়ান নং ২২৭৬৯, এলআর প্লট নং ১২৫১৯, পরিমাপ মোট এরিয়া ১.৬৫ ডেসিমেল, তদস্থিত একতলা ভবন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে ৮ ফুট চওড়া পথ। দক্ষিণে : ভৈরব বাবু এর ভবন। পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া পথ এবং মালিকের ভবন। পশ্চিমে : শিবানী চন্দ্র এবং সন্ধ্যা দত্ত এর সীমা পাঁচিল ।	ক) ১২.০৩.২০২৬ খ) ০১.১২.২০২৫ গ) ৩,২৪,১৯৮.০০ টাকা ইউসিআই সহ (তিন লাখ চব্বিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী পলাশ কারাতি এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সুখদা কারাতি। খ) শাখা : ধাত্রীগ্রাম	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এলআর প্লট নং ২৩১, খতিয়ান নং ৪৮২১ এবং ৪৮২২, মৌজা- ধাত্রীগ্রাম, জেএল নং ৮৭, থানা : কালনা, শ্রেণি -বাস্তু, জমির এরিয়া ০.০৯ একর, ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উর্বশী সিনেমা হলের পাশে, গ্রাম : ধাত্রীগ্রাম, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কানাই চট্টোপাধ্যায়ের ভবন। দক্ষিণে : কালনা-বর্ধমান রোড। পূর্বে : মধুসূদন ঘোষের ভবন। পশ্চিমে : উর্বশী সিনেমা হল।	ক) ১৭.০৩.২০২৬ খ) ২৮.১০.২০২৫ গ) ৯,৭৪,৪২২.৩৬ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার চারশ বাইশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা অধার্য সুদ এবং পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি রীতা পাঠক স্বামী প্রয়াত বরুণ পাঠক খ) শাখা : কাঠজুড়িজাঙ্গা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট ইউনিট সি, ব্লক-২, ৬ষ্ঠতলে, ওয়েস্টগেট টাওয়ার্স, মৌজা- কেন্দুয়াডিহি, জেএল নং ২১৩, এলআর খতিয়ান নং ৮২৩৬, ৮২৩৭, ৮২৩৮, ৮২৩৯, ৯০২৫, ৮২৪১, এলআর প্লট নং ১৫৫, ১৫৬, ১৬১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি :** উত্তরে ৬০ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : অন্যান্যর হোল্ডিং। পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে : অন্যান্য হোল্ডিং।	ক) ১২.০৩.২০২৬ খ) ২৯.১১.২০২৫ গ) ১৩,৫১,৪২৬.১৬ টাকা ইউসিআই সহ (তেরো লাখ একান্ন হাজার চারশ ছাব্বিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৬	ক) ঋণগ্রহীতা : মুজিবর শেখ জামিনদাতা : শ্রীমতি মর্জিনা বিবি। খ) শাখা : ধাত্রীগ্রাম	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন শেড এবং নির্মাণ অবস্থিত জেএল নং ৪৮, মৌজা- গ্রাম কালনা। এলআর খতিয়ান নং ৪৬৫৮, এলআর প্লট নং ১৬০৬ এবং ১৬০৭, এরিয়া - ০.০৭ একর, গ্রাম -ধাত্রীগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৫,পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ইয়াহুদ শেখ এর ভবন। দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ। পূর্বে : বাবার আলি শেখ এর ভবন। পশ্চিমে : শাহানা বিবি এর খোলা জায়গা।	ক) ১৭.০৩.২০২৬ খ) ৩১.০৭.২০২৩ গ) ৬,৯৭,৬২৪.০২ টাকা (ছয় লাখ সাতানব্বই হাজার ছশো চব্বিশ টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা অধার্য সুদ এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৭.০৩.২০২৬
স্থান : বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

উঃ ২৪ পরগনা জুড়ে একাধিক নতুন মুখে ভরসা জোড়াফুলের

টিকিট পেলেন না কয়েকজন বিজয়ী বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে একাধিক নতুন মুখ তৃণমূলে। বেশ কয়েকজন বিজয়ী বিধায়ককে দেওয়া হল না টিকিট। ফলে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নরমে গরমে উত্তর ২৪ পরগনার শাসক দলের কর্মী, সমর্থকেরা। আর এই প্রার্থী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বেশকয়েকটি তৃণমূল কংগ্রেসের জেতা আসন হাতছাড়া হতে পারে বলেই ধারনা করছে রাজনৈতিক মহল। তার মধ্যে তালিকার প্রথমে রয়েছে বারাসাত। এবার তিন বারের বিজয়ী বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে সরিয়ে তৃণমূল প্রার্থী করা হয়েছে সব্যসাচী দত্তকে। দীর্ঘদিন ধরেই বারাসাতবাসী ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা চাইছিলেন অভিনেতা বিধায়কের পরিবর্তন। বিধায়কের অনুপস্থিত, এলাকার অনুন্নয়ন সব মিলিয়ে বারাসাত অবিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা ছিল বারাসাতের ভূমিপুত্র কেউ টিকিট পাক। সেই আশাপূরণ হল না। পাশাপাশি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকে টপকে সব্যসাচী দত্ত কতটা জয় আনতে পারবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে বারাসাতের তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক কেন্দ্রে চিকিৎসক বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জিকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদলকে। কয়েক মাস আগেই বাদলের স্ত্রী বসিরহাট পুরসভার পুরপ্রধান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরীকে নানান অভিযোগের কারণে দলের নির্দেশে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছিলেন। চিকিৎসক হওয়াতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে সরিয়ে একসময় বসিরহাট উত্তপ্ত হওয়ার পিছনে অন্যতম এক ব্যক্তিকে টিকিট দেওয়া হল বলেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল তিন বারের বিধায়ক। এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সরিয়ে আনন্দ সরকারকে প্রার্থী করায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। একই রকমভাবে আমডাঙার তিনবারের বিধায়ক রফিকুর রহমানকে সরিয়ে পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকীকে প্রার্থী করায় ক্ষোভ দানা বেধেছে কর্মীদের মধ্যে। গত বিধানসভা নির্বাচনেও তার নাম প্রথবারের তালিকায় ছিল না। পরে ব্যাপক বিক্ষোভের পর তার নাম আবার ঘোষণা করেছিল তৃণমূল। এবং সে জিতেছিল। এবারেও সেই বিক্ষোভের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে বলেও অনুমান করছে রাজনৈতিক মহল। এছাড়াও বসিরহাট উত্তর, বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, দেগঙ্গা, সন্দেশখালি বিধানসভায় জয়ী বিধায়কদের সরিয়ে নতুন মুখ এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বসিরহাট উত্তরে মহম্মদ তৌসিফ রহমান, বাদুড়িয়াতে বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, হাড়োয়াতে মহম্মদ মুফতি আবদুল মতিম, দেগঙ্গায় আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ, সন্দেশখালিতে ঝর্ণা সর্দারকে প্রার্থী করা হল। এছাড়া আর সব বিধায়কদের পুনরায় প্রার্থী করা হয়েছে।

পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূলের নরেন্দ্রনাথেই আস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: এই সপ্তাহেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় বিজেপি ও সিপিআইএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। এরপর মঙ্গলবার বিকেল বেলায় তৃণমূল তাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আবার দলের হয়ে লড়ছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নরেনের ওপরেই ভরসা রাখল তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই পাণ্ডবেশ্বরে নরেন অনুগামীদের উল্লাস। সবুজ আবিরে একাকার এলাকার বাতাস। এদিন প্রচুর তৃণমূল কর্মী, সমর্থক তাঁদের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ফুলের মালা পরিয়ে ও আবির মাখিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই, ৯ এ ৯, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ৯ টি আসনে ৯ টিতেই জয়ী হওয়ার বার্তা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। দলের হয়ে পাণ্ডবেশ্বরের টিকিট পেয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রথম বার্তা দিলেন, 'পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ন'টি আসনেই বিজেপিকে পরাস্ত করে সিপিআইএমকে হারিয়ে ন'টিতেই জয়ী হবে তৃণমূল।' এদিন পাণ্ডবেশ্বরের বাকোলার দলীয় কার্যালয়ে দেখা গেল প্রচুর তৃণমূল কর্মীর সমর্থকের ভিড়।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India BOI)
চৌরঙ্গি স্কোয়ার শাখা
৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭২

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ-ঋণগ্রহীতাগণ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** থেকে নিম্নোক্ত জামিন অধীনে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন, নিম্নোক্ত ঋণ সুবিধা উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ ঋণগ্রহীতাগণ তাদের সম্পত্তি বন্ধক রেখে গ্রহণ করেছিলেন। তারা যেহেতু সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণের চুক্তি মোতাবেক নিয়ম এবং শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হন এবং ঋণ পরিশোধে অনিয়মিত হওয়ায় তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট এনপিএ শ্রেণিভুক্ত হয় আরবিআই নির্দেশাবলী অধীনে। **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট নিম্নোক্ত টেবলে উল্লিখিত অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ প্রযোজ্য মতে শুল্ক সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

১) প্রাপ্ত ঋণ/প্রোডাক্ট ২) শাখার নাম এবং ঠিকানা	ঋণগ্রহীতাগণ এবং সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ বন্ধকদাতার নাম	১) বকেয়া এবং ইউসিআই (এনপিএ উল্লেখ্য তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত) টাকা ২) এনপিএ তারিখ ৩) অনুমোদনের সীমা ৪) প্রদেয় সুদ	জামিনের প্রকৃতি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১. এ) টার্ম লোন এ/সি নং ক) ৪০০৫৭৩৭১০০০০০০১ খ) ৪০০৫৭৩৭১০০০০০০২ বি) স্টার মর্টগেজ ওডি এ/সি নং ৪০০৫২৫১০০২০০৫০২ ২) চৌরঙ্গি স্কোয়ার শাখা ঠিকানা : ৩, সি আর এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭২	শ্রী কৌস্তভ সরদার (আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা প্রয়াত শ্রী কৌশিক সরদার, ঠিকানা : ২১/১, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, থানা : লেকটাউন, কলকাতা - ৭০০০৪৮, ল্যান্ডমার্ক- পিএনবি, শ্রীভূমি শাখা। শ্রী তাপস কুমার দত্ত (জামিনদাতা) ঠিকানা : উদয়ণ হাউসিং কমপ্লেক্স, প্রতাপগড়, কলকাতা- ৭০০১০৩।	১. টার্ম লোন - ৬,৪২,২৪৮.২০ টাকা, ইউসিআই, খ) টার্ম লোন -১২,১১,৪৯৩.৭৬ টাকা এবং ইউসিআই। গ) স্টার মর্টগেজ ওডি - ১১,৭১,৫৭১.১৪ টাকা এবং ইউসিআই। মোট -৩০২৫৩১৩.১০ টাকা এবং ইউসিআই। ২. ক) এবং খ) ৩০.০৯.২০১৬ টার্ম লোনের জন্য এবং গ) ৩০.০৯.২০১৭ স্টার মর্টগেজ ওডি এর জন্য ৩. ক) টার্ম লোন -১০,০০,০০০.০০ টাকা, খ) টার্ম লোন : ১৫,০০,০০০.০০ টাকা। গ) স্টার মর্টগেজ ওডি- ১১,০০,০০০.০০ টাকা। মোট ৩৬,০০,০০০.০০ টাকা। ৪. ক) এবং খ) বার্ষিক ১৩.৭৫ শতাংশ হারে টার্ম লোনের জন্য এবং গ) বার্ষিক ১২.৫০ শতাংশ হারে স্টার মর্টগেজ ওডি এর জন্য।	ক) প্রাথমিক দায়বদ্ধতা টার্ম লোন থেকে ক্রয় করা সম্পদের দ্বারা, খ) রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ভবন একতলা পরিমাপ কমবেশি ১৩৩২ বর্গফুট এবং দোতলা পরিমাপ ১৫৯০ বর্গফুট জমির পরিমাপ কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২৬ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ২১/১, দাগ নং ১৭৩ এবং ১৭৪, খতিয়ান নং ১৩৩, মৌজা - কাঁকুড়ি, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, থানা : লেকটাউন, কলকাতা- ৭০০০৪৮, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, এছাড়া গড়পড়তা স্পেস পরিমাপ কমবেশি ৭৫ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাপ কমবেশি ৯ কাঠা ৫ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি প্রয়াত শ্রী কৌশিক সরদার এর নামে। পিতা প্রয়াত সদানন্দ সরদার। **২ তলা যৌথ ভবন এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত ক্যানাল স্ট্রিট এবং অংশত পিছনের অংশ নবনির্মিত ভবনের। **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ২৪, ক্যানাল স্ট্রিট। **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ২৪, ক্যানাল স্ট্রিট। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ২২ ক্যানাল স্ট্রিট।

১. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কে আপনার বকেয়া পরিশোধ করতে খেলাপি হয়েছেন, আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
২. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এনপিএ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া অর্থ, তার উপর সারণী অনুসারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ এবং আপনার পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্কে পরিশোধ করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, খরচ এবং পরিণতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি আপনার উপর নিয়ে, আমরা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৩. যদিও আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রযোজ্য সুদ সহ ব্যাংককে সম্পূর্ণ বকেয়া, পরিশোধ পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করে আপনার উপরোক্ত দায় পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষ্য করুন যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার অধিকার আপনার জন্য শুধুমাত্র সেই তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে যেদিন সুরক্ষিত সম্পদগুলির ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য সর্বজনীন নিলামের বিজ্ঞপ্তি বা সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান বা টেন্ডার প্রকাশ করা হবে।
৪. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত খরচ, মাশুল এবং ব্যয় এবং/অথবা তৎসংক্রান্ত যেকোনো খরচ পরিশোধে এবং দ্বিতীয়ত, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদসহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে ব্যবহৃত হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ বকেয়া (ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসাবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্য যেকোনো বকেয়া সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায়ের পর যদি কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৫. যদি জামানতকৃত সম্পদের বিপরীতে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ থেকে উল্লিখিত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে আদায় করা না যায়, তবে আপনার কাছ থেকে বকেয়া অর্থ এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য, আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল/আদালতে আইনি/উদ্ধারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত।
৬. অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, উপরোক্ত আইনের উপধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনি উপরোক্ত জামানতি সম্পদসমূহের উপর বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, দান, বন্ধক বা অন্য কোনোভাবে কোনো প্রকারের হস্তান্তর বা কোনো প্রকার দায় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবেন।
৭. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
৮. উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করেই এই নোটিশটি আপনাকে প্রদান করা হলো।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬-০৩-২০২৬

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল& টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H03502030723121032, H03502270723021311	1. জিএসএম সিকিউরিটি সলুশন (ইহার ডাইরেক্টর সুরঞ্জন মুখার্জীর মাধ্যমে) 2. সুরঞ্জন মুখার্জী 3. মৌমিতা মুখার্জী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10/03/2026 এনপিএ তারিখ : 01/02/2026	05/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 94,91,395.40/- (টাকা চুরানব্বই লাখ একানব্বই হাজার তিনশো পাঁচানব্বই এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র।)	**অনুসূচি - I** কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 85 অধীনে, দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাতে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 20/7এ, অশ্বিনী দত্ত রোড, কোলকাতা–700 029 হিসাবে জ্ঞান ও নাম্বারযুক্ত, থানা – গড়িয়াহাট অন্তর্গত প্রায় 3 কাঠা, 1 ছটাক ও 25 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে তথা উহার ওপর গঠিত ও নির্মিত ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে প্রায় 135 বর্গফুট পরিমাপের কভার্ড কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে ফার্স্ট ফ্লোরে উত্তর দিকে প্রায় 1010 বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 2বি, ইউনিট বি।
H05986271023121436, H05986271023121436L	1. আয়ুষ সরাওয়াগি 2. কমল সরাওয়াগি 3. শ্রী মহাবীর স্টোর্স (ইহার পার্টনার আয়ুষ সরাওয়াগি'র মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10/03/2026 এনপিএ তারিখ : 01/02/2026	05/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ4,39,00,509.46/- (টাকা চার কোটি ঊনচল্লিশ লাখ পাঁচশো নয় এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র।)	**অনুসূচি - I** হাওড়া জেলাতে, থানা – ডোমজুড়, মৌজা বাঁকড়া, জে.এল নং 55'তে খতিয়ান নং 12516'য়ে নথিবদ্ধ এল.আর. দাগ নং 185, 187, 189, 192, 194, 215–এর অনুরূপ আর.এস. দাগ নং 173, 174, 176, 179, 181, 199 সম্বলিত স্থানে অবস্থিত আনুপাতিক অবিভক্ত ভাগীদারি এবং কথিত সম্পত্তিতে সম্বলিত জমির সঙ্গে একত্রে তথা আনুপাতিক অবিভক্ত ভাগীদারি এবং কমন এরিয়ায় তথা উহাতে ইনস্টলেশনের সঙ্গে একত্রে 'মিলেনিয়াম মার্কেট' ইমারতে ফিফথ ফ্লোর, ইউনিট নং 501'য়ে প্রায় 10,000 (দশ হাজার) বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া পরিমাপের কমার্শিয়াল জায়গা।
KOLHL19000195, KOLHL19000196, KOLHL19000221	1. অবিনাশ বাগড়ী 2. অন্নপূর্ণা বাগড়ী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10/03/2026 এনপিএ তারিখ : 01/02/2026	05/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ44,02,600.88/- (টাকা চুয়াল্লিশ লাখ দু' হাজার ছয়শো এবং অষ্টআশি পয়সা মাত্র।)	**অনুসূচি - I** ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : সরাসরি নীচের জমিতে ও কথিত ইমারতের অংশ গঠন করা অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে এবং কথিত পরিসরে সম্বলিত সকল কমন অংশের বরাদ্দ এরিয়া তথা সুবিধার সঙ্গে একত্রে দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যে, মৌজা : কালিদহ, জে.এল. নং 23, আর.এস. নং 16, তৌজি নং 1298/2833, জিডি–1, সাব ডি–16, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 4635, 4636, 4637, 4662, 4633, 4664, 4665, 4666, আর.এস. খতিয়ান নং 257, 352, 277, 2061, 291, হোল্ডিং নং 671 (নতুন), এস.এইচ.কে.বি. সরণী, থানা : দমদম, জেলা : 24 পরগণা (উত্তর), ওয়ার্ড নং 18'তে থাকা ও অবস্থিত 3 বিঘা, 15 কাঠা, 14 ছটাক 18 বর্গফুট পরিমাপের পরিসর জমির ওপর নির্মিত ''ভবানী সানভ্যালী'' হিসাবে পরিচিত প্রোজেক্টে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে কম–বেশী প্রায় 120 বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট–আপ এরিয়াতে একটা কমন বরাদ্দ করা কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে একত্রে ব্লক-IID–এর ফোর্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 19 হওয়া একটা ব্যালকনি সম্বলিত সামান্য কম–বেশী প্রায় 1600 বর্গফুট (সুপার বিল্ট–আপ) পরিমাপের ফ্ল্যাট।
KOLHL18000853, KOLHL18000859	1. রূপম দাস 2. ঋতিকা দাস	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 13/03/2026 এনপিএ তারিখ : 06–07–2025	13/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 22,47,160.14/- (টাকা বাইশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশো ষাট এবং চোদ্দ পয়সা মাত্র।)	**অনুসূচি - I** ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, পরিসর নং 82, আর.এন. গুহ রোড, পোঃ অঃ মতিঝিল, কোলকাতা – 700074'য়ে ওয়ার্ড নং 8, হোল্ডিং নং 425'য়ে, আর.এস. খতিয়ান নং 155 অধীনে আর.এস. দাগ নং 354,356–এর অংশে সম্বলিত জে.এল. নং 19, আর.এস. নং 237, তৌজি নং 1070/2834'য়ে কথিত নীচের জমিতে অবিভক্ত এবং বা আনুপাতিক ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে পুষ্পনীড় অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে পরিচিত ইমারতে ফোর্থ ফ্লোরে থাকা আনুমানিক 812 বর্গফুট সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া যুক্ত ফ্ল্যাট নং 4এইচ (উত্তর–পূর্ব মুখী)।
KOLHL17000338	1. দীনেশ বোদক 2. জয়া বোদক 3. মেসার্স দীনেশ কেবেল নেটওয়ার্ক (ইহার মালিক দীনেশ বোদক'র মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 13/03/2026 এনপিএ তারিখ : 05–11–2025	13/03/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 20,37,764.42/- (টাকা কুড়ি লাখ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো চৌষট্টি এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র।)	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশ জমির মোট পরিমাপ 2 কাঠা 12 ছটাকের সঙ্গে একত্রে উহার ওপর অধিষ্ঠিত 100 বর্গফুট কাঠামো, যেটা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যে ওয়ার্ড নং 8 অধীনে, থানা – বালি, জেলা – হাওড়াতে পরিসর নং 242/4পি, বেনেরাস রোডে, দাগ নং 372, খতিয়ান নং 57'য়ে সম্বলিত মৌজা – বেলগাছিয়া, জে.এল. নং 8'য়ে আছে ও অবস্থিত। চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – স্বর্গীয় অশ্বিনী বর্ধন'র সম্পত্তি। পশ্চিমদিকে – 4 (চার) ফচট চওড়া কমন প্যাসেজ। উত্তরদিকে – দাগ নং 352–এর অংশ। দক্ষিণদিকে – শ্রীমতী সুমিত্রা ভৌমিক'র সম্পত্তি।

তারিখ: 18.03.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

জোনাল অফিস : ১৪/১৫ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
টেলি.: ০৩৩ ২২৪৮ ৫৯৫৭ / ৫৮৬৭
ইমেল আইডি: zo.kolkata@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট-২০০২ -এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা-কিছু আছে"** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে:

ই-অকশনের তারিখ: ২২.০৪.২০২৬, অকশনের সময়: দুপুর ০২.০০টা - বিকাল ৪.০০ টা
ইএমডি -এর শেষ তারিখ: ২১.০৪.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান: https://www.baanknet.com

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির ছবি এবং বিস্তারিতর জন্য কিউআর কোড)	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : ধীরেন্দ্র কুমার, ফোন নং ৯৮১৬৬০০৪১৭, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
১.	ক) লিন্ডসে শাখা খ) সৌভিক টেক্সটাইল স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুনীল কুমার মণ্ডল, জামিনদার: শ্রীমতী রিনা মণ্ডল এবং শ্রী সৌভিক মণ্ডল	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মৌজা- ডোঙারিয়া, এল.আর. দাগ নং ৮৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৪০-এর অন্তর্ভুক্ত একটি দোতলা বাড়িসহ ৩ কাঠা পরিমাপের এক খণ্ড জমি। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে।** সম্পত্তির ছবি	ক) ০১.০৭.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ৩২,৫৭,০৮৪.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চুরাশি টাকা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৩১.৮৯ লক্ষ টাকা খ) ৩.১৮৯ লক্ষ টাকা গ) ৩১,১৮৯.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : ধীরেন্দ্র কুমার, ফোন নং ৯৮১৬৬০০৪১৭, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
২.	ক) লিন্ডসে শাখা খ) সৌভিক টেক্সটাইল স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুনীল কুমার মণ্ডল জামিনদার: শ্রীমতী রিনা মণ্ডল এবং শ্রী সৌভিক মণ্ডল	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মৌজা- ডোঙারিয়া, এল.আর. এবং এস.আর. দাগ নং ৮৯০, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৭২/১-এর অন্তর্ভুক্ত 'সৌভিক টেক্সটাইল' নামক কাপড়ের দোকানের জন্য আরসিসি স্ট্রাকচারাল শেডসহ ৬ ডেসিমেল পরিমাপের এক খণ্ড জমি, পিন - ৭৪৩৩১৮। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে** সম্পত্তির ছবি	ক) ০১.০৭.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ৩২,৫৭,০৮৪.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চুরাশি টাকা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ২৫.৫৬ লক্ষ টাকা খ) ২.৫৫৬ লক্ষ টাকা গ) ২৫,৫৬০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : ধীরেন্দ্র কুমার, ফোন নং ৯৮১৬৬০০৪১৭, ইএমডি এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
৩.	ক) লিন্ডসে শাখা খ) মা মনসা দেবী সার্ভিস স্টেশন	বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত ভাল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মৌজা- ভাল্কি, জে.এল. নং ৬১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৭১, প্লট নং ৪৯০৪-এর অন্তর্ভুক্ত ভবনসহ ৩.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। ১৯.০৯.২০১৯ তারিখের ২৮৯৪ নম্বর বিক্রয় দলিল। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে** সম্পত্তির ছবি	ক) ০৪.০৭.২০২৫ খ) ১১.০৯.২০২৫ গ) ২,৫১,৮২,৪২৯.৬৫ টাকা (দুই কোটি একান্ন লক্ষ বিরাশি হাজার চারশত ঊনত্রিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৪০.০০ লক্ষ টাকা খ) ৪.০০ লক্ষ টাকা গ) ৪০,০০০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: বাপি মজুমদার, ফোন নং ৯৮৬৪০৯৬৬০৮, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
৪.	ক) পানাগড় শাখা খ) সাবির ট্রেডিং জামিনদার: টুম্পা খাতুন	বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত ভাল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মৌজা- ভাল্কি, জে.এল. নং ৬১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৭১, প্লট নং ৪৯০৪-এর অন্তর্ভুক্ত ভবনসহ ৩.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। ১৯.০৯.২০১৯ তারিখের ২৮৯৪ নম্বর বিক্রয় দলিল। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে।** সম্পত্তির ছবি	ক) ২৩.০৩.২০২৩ খ) ১২.১১.২০২৩ গ) ৮,৯৩,৩২১.০০ টাকা (আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশত একুশ টাকা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ১০.১৯ লক্ষ টাকা খ) ১.০১৯ লক্ষ টাকা গ) ১০,১৯০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: সি. এন. লিলি, ফোন নং ৭৬৪১০০৭২১২, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
৫.	ক) খিদিরপুর শাখা খ) রাজ ডিজাইনার ব্লকস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি জামিনদার: শ্রী রাজ কুমার প্রসাদ	১. ২৪ পরগনা জেলার ফলতা থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম- গোপালপুর, মৌজা- উত্তর সরগেড়িয়া, জে.এল. নং ৫৩, তৌজি নং ৩৪২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪১-এর অন্তর্ভুক্ত বিএলআরও নথিতে রেকর্ডভুক্ত ৩৮ ডেসিমেলের মধ্যে আনুমানিক ১৩ কাঠা পরিমাপের সম্পত্তি। পিন - ৭৪৩৫০৪। ২. মৌজা- উত্তর সরগেড়িয়া, জে.এল. নং ৫৩, তৌজি এর অন্তর্ভুক্ত বিএলআরও নথিতে রেকর্ডভুক্ত ৩৮ ডেসিমেলের মধ্যে আনুমানিক ১০ কাঠা পরিমাপের সম্পত্তি। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে।** সম্পত্তির ছবি	ক) ২৭.০১.২০২৫ খ) ২৮.০৮.২০২৫ গ) ৫১,২৯,৩৬৪.১৭ টাকা (একান্ন লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার তিনশত চৌষট্টি টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৪৯.৬৪ লক্ষ টাকা খ) ৪.৯৬৪ লক্ষ টাকা গ) ৪৯,৬৪০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: সি. এন. লিলি, ফোন নং ৭৬৪১০০৭২১২, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
৬.	ক) গড়লগাছা শাখা খ) গণেশ কেওয়াত জামিনদার: প্রতিমা কেওয়াত	ফলতা থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে ৩৪২ নং তৌজি, গ্রাম- গোপালপুর, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪১-এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি। জেলা- ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৪। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে।** সম্পত্তির ছবি	ক) ০২.০৭.২০২৫ খ) ০৪.১০.২০২৫ গ) ৭,১২,২৫৩.৫৮ টাকা (সাত লক্ষ বারো হাজার দুইশত তিপ্পান্ন টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৩২.৩২ লক্ষ টাকা খ) ৩.২৩২ লক্ষ টাকা গ) ৩২,৩২০.০০ টাকা
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: জসপাল শ'নি, ফোন নং - ৮৫২৭২৬০০০২, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিবরণ : আইএফএসসি : PSIB0008018, অ্যাকা. নং ৮০১৮৫০৪০০৭০০০৩				
৭.	ক) সাহাগঞ্জ হুগলি শাখা খ) মর্নিং মিল্ক ডেয়ারি স্বত্বাধিকারী: গোপাল সাউ জামিনদার: পরিতোষ মিত্র	হুগলি জেলার চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে মৌজা- কৃষ্ণপুর, চন্দনপুর, জে.এল. নং ০১, আর.এস. প্লট নং ৩৯১ (পি), যা এল.আর. প্লট নং ৫২৪-এর অনুরূপ, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৭৭-এর অন্তর্ভুক্ত ভবনসহ আনুমানিক ০২ কাঠা ১১ ছটাক ৪২ বর্গফুট অর্থাৎ ২.৭৪ কাঠা বা ০.০৪০ একর পরিমাপের এলাকা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ইজমেন্ট অধিকার এর সকল। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে।** সম্পত্তির ছবি	ক) ২১.০২.২০২৪ খ) ২৯.০৮.২০২৪ গ) ১৭,০০,৫৮৮.৬১ টাকা (সতেরো লক্ষ পাঁচশত অষ্টাশি টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ১৭.৯০ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৯ লক্ষ টাকা গ) ১৭,৯০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৬.০৪.২০২৬ থেকে ১৭.০৪.২০২৬ (সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)

১. **নিয়ম ও শর্তাবলী :** ১. ই-নিলাম **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'** এবং **'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'** অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪. শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. আগ্রহী দরদাতারা, যারা **২১.০৪.২০২৬ তারিখের মধ্যে** সংরক্ষিত মূল্যের ১০% -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা **বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম** প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে **https://www.baanknet.com** থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা **https://www.baanknet.com** কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯. দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- **https://www.baanknet.com** -এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০. বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১. উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫ শতাংশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **১৫ দিনের** মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ: ১৮.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট : https://punjabandsind.bank.in দেখুন

জঙ্গিযোগে এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার আমেরিকান-সহ ৭ বিদেশি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: ভারতে নাশকতার ছক! জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৭ বিদেশি। সম্প্রতি ৬ ইউক্রেনীয় ও এক আমেরিকানকে গ্রেপ্তার করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইন ইউএপিএ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের তরফে জানা গিয়েছে, শনিবার অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করানো হলে, প্রাথমিক ভাবে তিনদিনের জন্য রিমান্ডে পাঠানো হয়। এরপর সোমবার ফের ১১ দিনের জন্য তাঁদের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। কোন কোন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে এদের যোগ ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের তরফে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিল। এরপর এখান থেকে মায়ানমারে গিয়ে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ নেয়। শুধু তাই নয় জানা যাচ্ছে, অভিযুক্তরা ইউরোপ থেকে অবৈধ উপায়ে ড্রোন নিয়ে ভারতে এসেছিল। সেই ড্রোন তারা তুলে দেয় মায়ানমারের সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে। এমনকী ভারতের নিষিদ্ধ তালিকায় থাকা সন্ত্রাসীদেরও সাহায্য করেছিল অভিযুক্তরা।

বিষয়টি তদন্তকারীদের নজরে আসতেই অভিযুক্তরা দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এরপরই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশিতে নামেন এনআইএ আধিকারিকরা। অভিযুক্ত আমেরিকার বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয় কলকাতা বিমান বন্দর থেকে। বাকিদের মধ্যে তিন জনকে লখনউ বিমানবন্দর ও অন্য তিনজনকে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ।

পার্লামেন্টের মর্যাদাহানির অভিযোগ

রাহুলের বিরুদ্ধে চিঠি ২০০ অবসরপ্রাপ্ত আমলার

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: বারবার সংসদের মর্যাদা ও শিষ্টাচার ক্ষুণ্ণ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এতদিন এমন অভিযোগ তুলতেন শাসকপক্ষের সাংসদরা। এবার সরকার পক্ষের সমর্থক ২০০ অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও প্রাক্তন সামরিক কর্তা এই অভিযোগ আনলেন। এমনকী কংগ্রেস নেতাকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি জানালেন তাঁরা।

রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা হওয়ার পরেই বেশি করে উদ্ধত তথা শিষ্টাচারহীন আচরণ করছেন তিনি। তাঁর আচরণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর বর্ণনা করে স্বাক্ষরকারীরা রাহুল গান্ধিকে দেশের জনতার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি করেছেন।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার দেশে রান্নার গ্যাসের সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংসদের মকর দ্বারের কাছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রতীকী ইটের উনুন হাতে নিয়ে স্লোগান দেন। এর সমালোচনা করে বিজেপি নেতারা মন্তব্য করেছিলেন, সংসদ কোনও পিকনিক করার জায়গা নয়।

রাহুলের আচরণের সমালোচনা করে ২০০ জনের (প্রাক্তন আমলা ও সামরিক কর্তা) স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি সংসদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কংগ্রেসের নেতার নির্দেশেই গত ১২ মার্চ বিরোধী দলের সাংসদরা স্পিকার ওম বিড়লার নির্দেশ অমান্য করে সংসদ চত্বরেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

অভিযোগপত্রে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড সংসদীয় শিষ্টাচারকে ক্ষুণ্ণ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে। বিশেষ করে যখন বিরোধী দলের নেতা এতে জড়িত থাকেন। জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সংসদ হল সর্বোচ্চ সাংবিধানিক মঞ্চ। এর মর্যাদা সর্বদা উন্নত রাখতে হবে। অভিযোগপত্রে স্বাক্ষরকারীরা আরও উল্লেখ করেছেন, রাহুল গান্ধি ও অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদদের 'গণতন্ত্রের মন্দির' সংসদের সিঁড়িতে বসে চা-বিস্কুট খেতে দেখা গিয়েছে। এই কাজ সংসদীয় মর্যাদার পরিপন্থী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃত্যু-জল্পনার মধ্যেই ইরানবাসীদের নওরোজ উৎসবের শুভেচ্ছা নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ১৭ মার্চ: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বেঁচে আছেন, সুরক্ষিত আছেন, এই দাবি করে আরও একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হল ইজরায়েলের তরফে। যেখানে তিনি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এর আগে কফি হাতে নিজের মৃত্যুর জল্পনা নিয়ে রসিকতা করতে দেখা গিয়েছে নেতানিয়াহুকে। কিন্তু পরের ভিডিয়োটিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকতে পারে, এমন দাবি জোরালো হচ্ছে। ফলে নেতানিয়াহু জীবিত আছেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়ে গিয়েছে।

এই সংশয় আর জল্পনা মিলেমিশে যখন একাকার, ঠিক সেই সময়ে আবার নেতানিয়াহুর এক্স হ্যান্ডল থেকে ওই ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে। এ বার সেই ভিডিয়োয় ইরানবাসীদের উদ্দেশে 'নওরোজ' উৎসবের শুভেচ্ছাবার্তা দিতে দেখা গিয়েছে। নেতানিয়াহু বলছেন, 'ইরানের নির্ভীক জনগণকে আমার শুভেচ্ছা। প্রতি বছরই এই আলোর উৎসবে যেমন শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাই, এ বারও তেমন আপনাদের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।'

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে আরও বলতে শোনা গিয়েছে যে, 'এ বছরের উৎসবের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। আপনাদের নওরোজের শুভেচ্ছা, স্বাধীনতার বছর। এক নতুন আশার সূচনা।' কিন্তু নেতানিয়াহুর এই ভিডিয়ো ঘিরেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহ থেকে টিভিতে সরাসরি কোনও বার্তা দিতে দেখা যায়নি নেতানিয়াহুকে। শুধু নেতানিয়াহুই নন, তাঁর পুত্র ইয়াইর নেতানিয়াহু, যিনি সর্ব ক্ষণ সমাজমাধ্যমে সক্রিয় থাকেন, দিনে বহু পোস্ট করেন, রহস্যজনক ভাবে তিনিও একেবারে চুপ। সমাজমাধ্যমে গত ৯ মার্চ থেকে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন। আর এই ঘটনাটিও নেতানিয়াহুর মৃত্যু-জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে গ্রেপ্তার ডাক্তারি পড়ুয়া

লখনউ, ১৭ মার্চ: উত্তরপ্রদেশের সাহারনপুর থেকে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের সন্ত্রাসদমন শাখা। গোপন সূত্রে এটিএস খবর পায় সাহারনপুর থেকে সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি লক্ষ করা গিয়েছে। সেই খবর পাওয়ার পরই এটিএস তাদের নেটওয়ার্ককে সক্রিয় করে তোলে। তখনই তারা জানতে পারে, হরীশ আলি নামে এক যুবক সন্দেহজনক বার্তা আদানপ্রদান করছেন। তাঁর গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করে পুলিশ।

এটিসএস সূত্রে জানানো হয়েছে, হরীশ ডাক্তারি পড়ুয়া। তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। রবিবার ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইনস্টাগ্রাম এবং এনক্রিপ্টেড কিছু অ্যাপ, যেমন 'সেশন', 'ডিসকর্ড' ব্যবহার করে আইএস জঙ্গি সংগঠনের হ্যান্ডলারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। অনলাইনে একটি গ্রুপ বানিয়ে সেখানে আইএস ভাবধারার নানা তথ্য আদানপ্রদান চলত বলে দাবি এটিএসের। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, হরীশের কাছ থেকে কিছু ইলেকট্রনিক গ্যাজেট উদ্ধার হয়েছে। সেখানে কট্টরপন্থী মতাদর্শ এবং সন্ত্রাসবাদমূলক বেশ কিছু তথ্যের ইঙ্গিত মিলেছে। এটিএস আরও দাবি করেছে, উত্তরপ্রদেশ এবং দেশের অন্য প্রান্তে এমন কয়েক জনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হরীশের, যাঁরা আইএস ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

এক বিবৃতি জারি করে উত্তরপ্রদেশে এটিএস জানিয়েছে, ছদ্মনামে অনেকগুলো গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল অনলাইনে। ভিপিএন ব্যবহার করে আইএস মনোভাবাপন্ন যুবক-যুবতীদের নিয়োগের কাজ চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত ডাক্তারি পড়ুয়া। শুধু তা-ই নয়, এটিএসের দাবি, আল ইত্তিহাদ মিডিয়া ফাউন্ডেশন নামে একটি গ্রুপও চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত। কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন, সেই তথ্য খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছে এটিএস।

যুদ্ধের জের

ফের সাময়িক বন্ধ আমিরশাহির আকাশসীমা

আবু ধাবি, ১৭ মার্চ: আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বার বার বিঘ্ন ঘটছে পশ্চিম এশিয়ার বিমান পরিষেবায়। মঙ্গলবার ভোরে ফের সাময়িক ভাবে নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। তার প্রভাব পড়ে উড়ান পরিষেবাতেও। যদিও কিছুক্ষণ বন্ধ রাখার পরে আকাশসীমা পুনরায় খুলে দেয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। বিমান পরিষেবাও ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছে রয়টার্স।

দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা তৈরি হয়ে রয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন 'বন্ধুদেশ'-এর উপর ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে ইরান। সোমবার রাতেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে লক্ষ্য করে একের পর এক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা শুরু করে ইরান। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ওই হামলার বেশির ভাগই প্রতিহত করেছে। তবে এই ড্রোন হামলা এবং সেগুলি প্রতিহত করতে জবাবি হামলার সময়ে সাময়িক ভাবে আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

সে দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ জানান, 'ব্যতিক্রমী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা' হিসাবেই আকাশসীমা সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিমান ও বিমানকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ভূখণ্ডকে রক্ষা করার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ।

ময়দান

তুফানগঞ্জে তুফানি চমক! তৃণমূলে যোগ দিয়েই প্রার্থী শিবশংকর পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অঙ্ক আরও জটিল করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশংকর পালকে (ম্যাকো) দলে টানল ঘাসফুল শিবির। শুধু যোগদানই নয়, উত্তরবঙ্গের তুফানগঞ্জ কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করল তৃণমূল। মঙ্গলবারই আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন শিবশংকর। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। সকালে তিনিই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বাংলার হয়ে দীর্ঘ দিন দাপটের সঙ্গে খেলা এক পেসার তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই জল্পনার অবসান ঘটে এবং সামনে আসে শিবশংকরের নাম।

এদিনই রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল। তার আগে শিবশংকরের যোগদান ও সম্ভাব্য প্রার্থীপদ ঘিরে বাড়তি উত্তেজনা তৈরি হয়। বিশেষ করে, তুফানগঞ্জ আসনটি এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গত নির্বাচনে এই কেন্দ্র হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। ফলে মনে করা হচ্ছিল, এই আসন পুনরুদ্ধারে নতুন মুখের উপর ভরসা রাখতে পারে দল। শেষ পর্যন্ত জল্পনাই সত্যি হল। কোচবিহারের তুফানগঞ্জে প্রার্থী হলেন ঘরের ছেলে ম্যাকো। রাজনীতিতে পা রেখে শিবশংকর নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন, তিনি সব সময়ই মাঠের মানুষ। বাংলার হয়ে খেলাই তাঁর পরিচয় গড়ে দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর মতে, এই ইস্যুতে তৃণমূল সরব হয়েছে বলেই তিনি এই দলে যোগ দিতে আগ্রহী হন। নিজের পরিচিত ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'আমি মাঠের মানুষ, তাই বলব; খেলা হবে।'

২০১৬ সালে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন শিবশংকর পাল। বর্তমানে তিনি বাংলা দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন। সাম্প্রতিক রঞ্জি ট্রফিতে তাঁর অধীনে খেলেছেন মহম্মদ শামি ও আকাশ দীপের মতো বোলাররা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২২০টি উইকেট তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। ইন্ডিয়া 'এ' দলের হয়েও নিয়মিত দেখা গিয়েছে তাঁকে। যদিও জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও শেষ পর্যন্ত ভারতের হয়ে মাঠে নামা হয়নি। এখন দেখার, মাঠের লড়াই থেকে রাজনীতির ময়দানে শিবশংকর কতটা সফল হন।

বিশ্বকাপ জয়ের পরই ধোনিকে খোঁচা? গম্ভীরের মন্তব্যে চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সাম্প্রতিক জয় শুধু একটি ট্রফি জয়ের গল্প নয়, বরং এটি বদলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের ভেতরের একাধিক সমীকরণ। এই সাফল্যের কেন্দ্রে রয়েছেন গৌতম গম্ভীর, যিনি কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নানা সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে তিনি সব প্রশ্নের জবাব একপ্রকার মাঠেই দিয়ে দিয়েছেন। এখন শোনা যাচ্ছে, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাঁর কোচ হিসেবে থাকা প্রায় নিশ্চিত।

এই পরিস্থিতিতেই সামনে এল এক চমকপ্রদ মন্তব্য। সেই মন্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে আর এক কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনি। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এসে গম্ভীর যেন মজা করেই ধোনিকে ভারতের কোচ হওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। তবে এই কথার পেছনে রয়েছে গভীর তাৎপর্য। ঘটনার সূত্রপাত এক সপ্তাহ আগে। বিশ্বকাপ জয়ের পর ধোনি ইনস্টাগ্রামে গম্ভীরকে উদ্দেশ্য করে একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি গম্ভীরকে সবসময় হাসিখুশি থাকার পরামর্শ দেন এবং বলেন, তাঁর মুখে হাসি দেখতে ভালো লাগে। ধোনির মতে, কঠোরতা ও হাসি; এই দুইয়ের মিশেলই একজন সফল কোচের বিশেষ গুণ। এই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে গম্ভীর একদিকে যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, অন্য দিকে তেমনই তুলে ধরেন কোচিংয়ের বাস্তব চিত্র। তিনি বলেন, ধোনি যদি কখনও তাঁর জায়গায় আসেন, তা হলে তিনিও একই কথা বলবেন; ডাগ আউটে বসে হাসতে। কিন্তু বাস্তবে সেটা কতটা কঠিন, তা তখনই বোঝা যাবে।

গম্ভীরের বক্তব্যে স্পষ্ট, ভারতীয় দলের কোচ হওয়া শুধুমাত্র কৌশল সাজানো বা দল নির্বাচন নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিশাল মানসিক চাপ। কোটি কোটি সমর্থকের প্রত্যাশা, প্রতিটি ম্যাচে জয়ের বাধ্যবাধকতা; সব মিলিয়ে এটি এক অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে কোনও রকম ভুলের জায়গা থাকে না। একটি হার মানেই সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, যদি দল সেমিফাইনালেই হারত, তা হলে এই সাফল্যের কোনও মূল্য থাকত না। সেই কারণেই কোচের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সব সময় চাপের মধ্যে থাকতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে হাসিখুশি থাকা সব সময় সম্ভব হয় না। এই পুরো ঘটনাটি আসলে দুই প্রাক্তন সতীর্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান এবং মজার ছলে বাস্তবতা তুলে ধরার এক সুন্দর উদাহরণ।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, তবু আইসিসির সেরার তালিকায় নেই ভারতের কেউ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অনন্য ইতিহাস গড়েছে ভারতীয় দল। এই কৃতিত্ব আগে কোনও দেশ অর্জন করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, আয়োজক দেশ হিসেবেও ট্রফি জিতে নতুন নজির স্থাপন করেছে টিম ইন্ডিয়া। স্বাভাবিক ভাবেই এই সাফল্যের পর দলের একাধিক ক্রিকেটারকে নিয়ে প্রশংসার ঝড় ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার মাসসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা পেলেন না ভারতের কোনও ক্রিকেটারই। ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটারদের জন্য যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে জায়গা পেয়েছেন তিন জন; পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান, ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস এবং আমেরিকার শ্যাডলে ফান শকউইক। অথচ এই সময়েই বিশ্বকাপ মঞ্চে দাপট দেখিয়েছেন ভারতের একাধিক তারকা ক্রিকেটার। বিশেষ করে, সঞ্জু স্যামসন দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক ভাবে রান করে তিনি সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও জিতেছেন। টানা তিন ম্যাচে অর্ধশতরান এবং একাধিক বড় ইনিংস তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে।

ইদের কারণে পিছতে পারে ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঈদের কারণে পিছিয়ে যেতে চলেছে আইএসএলের ডার্বি। আগামী ২১ মার্চ ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচ যুবভারতীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ঈদের দিন পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা থাকায় ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে পারে এই ম্যাচ। তবে ২৩ মার্চ খেলতে রাজি নয় মহামেডান ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ওইদিনই মহামেডানের বেশ কিছু তরুণ মনিপুরী ফুটবলারের পরীক্ষা থাকায় তারা খেলতে পারবে না। সোমবার সকালেই কলকাতা ছাড়তে হবে ওই ফুটবলারদের। ফলে ২২ মার্চ ম্যাচ খেলতে রাজি মহামেডান। ২১ মার্চ খেলতেও সাদা-কালো ব্রিগেডের কোনও সমস্যা নেই। যদিও এই বিষয়ে আইএসএলের তরফে এখনও কিছু সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

অস্কারের অনুশীলনে চিন্তার ছাপ, আলবার্তোর চোট: কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর থেকেই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে থমথমে পরিবেশ। চিন্তার ছাপ সকলের মনেই। অনুশীলনে হাসি-মজা উধাও। অস্কার ব্রুঁজোর নেতৃত্বে অনুশীলনেও একই ছবি ধরা পড়ল। শনিবার যুবভারতীতে সমর্থকদের 'গো ব্যাক' স্লোগানে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল অস্কার-সহ গোটা ইস্টবেঙ্গল দলকে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিডব্লু), খড়গপুর ওয়ার্কশপ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **ই-টেন্ডার নোটিস নং ডব্লুএলআই-ইউএনডি-১২৭৫-১** এবং **ডব্লুএলআই-ওভিএইচ-১২৫০-১**-এর সংশোধনী, **বায়না অর্থ** যথাক্রমে ৩,৪৩,৩০০ টাকা এবং ৩,৩৯,৫০০ টাকার পরিবর্তে **৭,৭৩,৩০০ টাকা এবং ৭,৫৮,২০০ টাকা** পড়তে হবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সংশোধনী সহ টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (PR-1315/C)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৬/১৫ তারিখঃ ১৬.০৩.২০২৬। প্রিন্সিপাল চীফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি** যথাক্রমেঃ (১) **০১২৬৫০০১;** (শিডিউল এ-২) স্থায়ীভাবে লুব্রিকেটেড এইচডিপিই ডাক্ট, ৪০ মিমি ইত্যাদি সরবরাহ ক্রয়; ₹ ২,৬৭,৩২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২) **১০২৬২২৫৭;** এন্ড ফ্রেম ডিই অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি; ₹ ৯, ৯৯,৩৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১৩.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৩) **১০২৬২৫৫৩;** ল্যাবিরিন্থ, বিয়ারিং ক্যাপ, ক্ল্যাম্প প্লেট ইত্যাদির সেট; ₹ ৭,৭২,৮৭০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১৫.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৪) **১০২৬২২৮৯;** ট্র্যাকশন মোটর টেম্পারেচার সেন্সর; ₹ ৩,৭৬,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৫) **১০২৫১১৫৬;** এসি ড্যাম্পিং প্যানেল ইত্যাদি ক্রয়; ₹ ১,০৪,৫৯০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৬) **১০২৫১৮৭৮;** প্যান্টোগ্রাফের জন্য ধাতব কার্বন স্ট্রিপ; ₹ ৫,২৫,৮৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৭) **১০২৬১০০৯;** লোকোমোটিভ এবং ইএমইউ/মেমু ইত্যাদির জন্য প্যান্টো ফুট (মাউন্টিং) ইনসুলেটর সংগ্রহ; ₹ ৪,৫৭,৩৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৮) **১৫২৪৫০৯৮বি;** ডিজেল জেনারেটর সেট ৪০০ কেভিএ; ₹ ১,৩০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (৯) **১০২৫৫০৫০;** ডিস্ক ব্রেক ব্যবস্থা; ₹ ২,৩৯,৭৩০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১০) **১০২৬১০৮২;** প্রাইমারী ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি; ₹ ৬,১১,২৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১১) **১০২৬১৯২৬;** ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলিং ইউনিট; ₹ ৪,৭২,২৪০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ২৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১২) **১২২৬১০৯৫;** আরডিএসও ড্র. নং. টি-৪২১৮ অনুযায়ী, ১:১২/৬০ কেজি টার্নআউটে রেলের নিচে স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৬ মিমি পুরু নাইলন কর্ড রিইনফোর্সড জিআরএসপি সংগ্রহ; ₹ ১,৭৭,৯২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৩) **১০২৫১৯১৬এ;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিংয়ের সেট; ₹ ৯,৩২,২৬০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৪) **১১২৫৫০২২;** হাই টেনসাইল টাইট লক সেন্টার বাফার কাপলারের সম্পূর্ণ সেট; ₹ ২০,০০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৫) **১৪২৫১১৮২এ;** ইএলবি (আরডিএসও স্পেক. নং. আরডিএসও/এসপিএন/২০৮/২০১২ সংস্করণ ২.০ বা সর্বশেষ) এর জন্য উপযুক্ত গিয়ার বক্স অ্যাসেম্বলি সেট সংগ্রহ যাতে ক্লাচ স্টেজ সংমিশ্রণ সহ হেলিক্যাল এবং ওয়ার্ম হুইল গিয়ার ড্রাইভ, হার্ড ক্র্যাঙ্ক ইনসার্ট ইন্টারনাল লকিং বৈশিষ্ট্য সহ, অয়েল ফিল্ড এবং সিল করা ইউনিট এবং জি.আই. বুম ব্যারিয়ারের জন্য উপযুক্ত আউটপুট শ্যাফ্টে সংযোগকারী লিঙ্ক রয়েছে। ড্রইং নং এসঅ্যান্ডটি/এমএফটি/ ৬০০০/এডিভি.১ ইত্যাদি; ₹ ১,৭৬,৮১০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৬) **এসপিএসসিএলপিএসসিস্লিপার ২৬২৮;** বিশেষ ধরণের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহ; ₹ ২০,০০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৭) **১২২৬এফ-এস_সুইচ_৪৮৬৬;** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৪৮৬৬ এর অনুসারে পিএসসি স্লিপারে ৫২ কেজি রেলের জন্য ১-এ ৮.৫ টার্নআউট বিজি [১৬৭৩ মিমি]-এর জন্য [অথবা]- ৫২ কেজি ৬৪০০ মিমি-এর এস/এস সুইচ ক্রয়ের জন্য রানিং কন্ট্রাক্ট; ₹ ২০,০০,০০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৮) **২২২৫১৬২৫বি;** ট্যাব/ক্যাপ রুক্সোলিটিনিব ২০ মিলিগ্রাম [পণ্যটি রেলওয়ে বোর্ডের উৎপাদনকারী সংস্থার অনুমোদিত পণ্য তালিকায় থাকতে হবে] আইটেম কোড নং এম২৫১০২৪ এআই ২৫-২৬; ₹ ০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ১৩.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (১৯) **এইচভিএন_টি-৮৯৯২_২০২৬;**ড্রইং নং আরটি-৮৯৯২ অনুযায়ী এইচভিএন লাইনার সংগ্রহের জন্য রানিং কন্ট্রাক্ট; ₹ ৬,৫৪,৯০০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে; (২০) **১২২৬১০৩০;** আরডিএসও-এর ড্র. নং. টি-৫৯১৯ অনুযায়ী ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য রানিং কন্ট্রাক্ট; ₹ ৫০,০০,০০০; (২১) **১২২৬১০৩৯;** ৬০ কেজি পিএসসি স্লিপারে ৫২ কেজি ইউআইসি রেলের জন্য কম্বিনেশন মেটাল লাইনার, যা আরডিএসও ড্র. নং. টি৩৭৪১ এবং টি-৩৭৪২ অনুসারে তৈরি; ₹ ৫,৫০,৭২০; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ঃ ক্রম নং. ২০ ও ২১ প্রতিটির জন্য ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্যঃ** ক্রম নং. ০১ থেকে ২১ প্রতিটির জন্য শূন্য। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত সমস্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটটি দেখুন।

STORES-75/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৮ মার্চ ২০২৬ • পেজ ৮

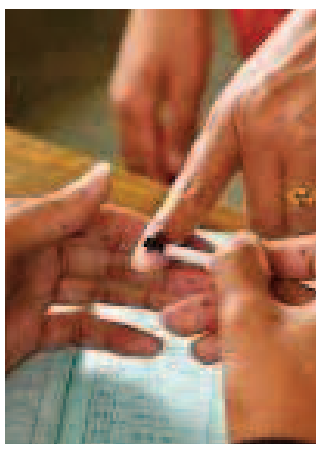

ঘুরে আসুন হিজলীর দর্শনীয় স্থান

ডাঃ শামসুল হক

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অতি ঐতিহ্যবাহী একটা গ্রাম হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এই হিজলী গ্রাম। সেই জেলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এই স্থান এখন অন্তর্ভুক্ত পুর্ব মেদিনীপুরের একটা অংশ হিসেবে।

একদা সেখানে ছিল অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ । ছিল দুর্গ , জাহাজঘাট , বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রজাতির বনস্পতির সমাহারে সমৃদ্ধ ঘন জঙ্গল সহ আরও অনেক কিছুই। ছিল পর্তুগিজ নাবিক এবং অন্যান্যদের বিশাল জনসমাগম। তারপর এসেছিল পাঠানদের একচ্ছত্র আধিপত্য । আজ অবশ্য কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই । সব কিছুই বিলীন হয়ে গেছে নদী গর্ভে। তবে এখনও টিকে আছে সেই স্থানের সুবিখ্যাত একটা মসজিদ এবং মাজার। বাবা সাহেবের মাজার নামে অতি পরিচিত সেই তীর্থভূমি আজ ও স্বমহিমায় টিকে আছে হিজরীর মাটিতে।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ বণিকরা ওড়িশার উপকূল অঞ্চল হয়ে হাজির হয়েছিলেন বনাঞ্চল ঘেরা এই এলাকায় । তাঁদের ই প্রচেষ্টায় তারপর সেখানে নির্মিত হয় অনেক দোকান পসরা এবং ধীরে ধীরে সেটা একটা বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত হয়ে ওঠে । আর সেইভাবেই কেটেছিল বেশ কয়েকটা বছর ও । কিন্তু হঠাৎই ঘটে যায় ছন্দপতন। ১৬২৮ সাল নাগাদ সেখানে আগমন ঘটে পাঠানদের এবং শুরু হয় অন্য ইতিহাস ও। আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে সেই স্থানের রূপ ।১৬৮৭ সাল নাগাদ সেটা পরিনত হয় ওঠে একটা বন্দর শহর হিসেবেও । সেইসময় পাঠানদেরই তত্ত্বাবধানে হিজরীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় একটা মসজিদ। তারপর একটা মাজারও।

কিন্তু সুন্দরভাবে দিন কাটেনি পাঠানদেরও। কারণ একটা সময় সবকিছুই বিলীন হয়ে যায় নদী এবং কাছাকাছি সমুদ্রের করাল গ্রাসে। তখন সেই স্থান দিয়ে প্রবাহিত রসুলপুর নদীর জল প্রবল বেগে চলত অতি নিকটের সমুদ্রের ই দিকে। বঙ্গোপসাগরের হাতছানিতেই সারা বছর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে থাকত নদী এবং তার ই তলে তলিয়ে যায় সবকিছুই। কিন্তু অটুট থাকে মসজিদ এবং মাজার।

সেই মসজিদ এবং মাজার এখন ও বিদ্যমান হিজলীর মাটিতে। প্রতিবছর চৈত্র মাসে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ইসালে সওয়াবের। সমাগম ঘটে বহু মানুষ জনদের। হিন্দু মুসলমান সহ অন্যান্য অন্য আরও অনেক সম্প্রদায়ের মানুষজন হাজির হন সেখানে । মাজারের বাইরে গাছের নীচে আছে একটা লৌহদণ্ড। সিকান্দারের আলাবাড়ি নামেই পরিচিত সেই দণ্ড ছুঁয়ে দর্শনার্থীরাও ভীষণভাবে আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

হিজলী সংলগ্ন নদীর আছে বিশাল ব্যাপ্তিও। সেটাকে একটা মিনি সমুদ্র বললেও ভুল বলা হবে না। তার বিস্তীর্ণ বেলাভূমি এবং ঢেউয়ের রকমফের দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায় সবকিছু। আছে তার জোয়ার ভাটার খেলাও এবং সেটা ভীষণ উপভোগ্যও।

জোয়ারের সময় সেই বেলাভূমি জলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকলেও ভাটার সময় কিন্তু দেখা যায় তার অন্য রূপ। সেই স্থান তখন হয়ে ওঠে খোলা মেলা একটা প্রান্তর। সেখানে তখন চলে হরেক রকমের খেলাধুলা। শীতের মরশুমে মিঠে রোদ্দুরে গা এলিয়ে ছেলে বুড়োর দল মেতে ওঠেন ক্রিকেট খেলায়। শুধু তাই নয়, হিজলীর চরের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের দৃশ্য ও বেশ উপভোগ্য।

কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরত্ব ও তার নয়। মাত্র দেড়শো কিলোমিটার ব্যবধান তাদের। তাই হাতে দুটো দিন সময় পেলেই ঘুরে আসা যেতে পারে সেখান থেকে। মাজার ছাড়াও কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে আছে আরও কয়েকটা দর্শনীয় স্থান। আছে দারিয়াপুর লাইট হাউস। প্রায় একশ ফুট উঁচু সেই টাওয়ার দেখলে ভরে উঠতে বাধ্য সমগ্র মনপ্রাণও।

হিজলীর চতুর্দিক ঘিরে আছে অনেক মন্দিরও। এখানে এলে ঘুরে দেখা যাবে সবকিছুই। আবার কেউ যদি মনে করেন এগিয়ে যাবেন সমুদ্রের পাড় বরাবর তাহলে দেখতে পাবেন বাঁকিপুরের সৈকত, জুনপুট কিংবা চাঁদিপুরের মতো দর্শনীয় বেশ কিছু স্থানও।

হিজলীতে আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও। ইচ্ছে করলে অতি নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন ও করা যেতে পারে । যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ ভালো। কলকাতা থেকে সরাসরি বাস ধরে পৌঁছানো যায় সেখানে। ট্রেনে যেতে চাইলে সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে নামতে হবে হেড়িয়া স্টেশনে। সেখান থেকে বোগা গামী বাসে উঠে পৌঁছে যান সেখানে।

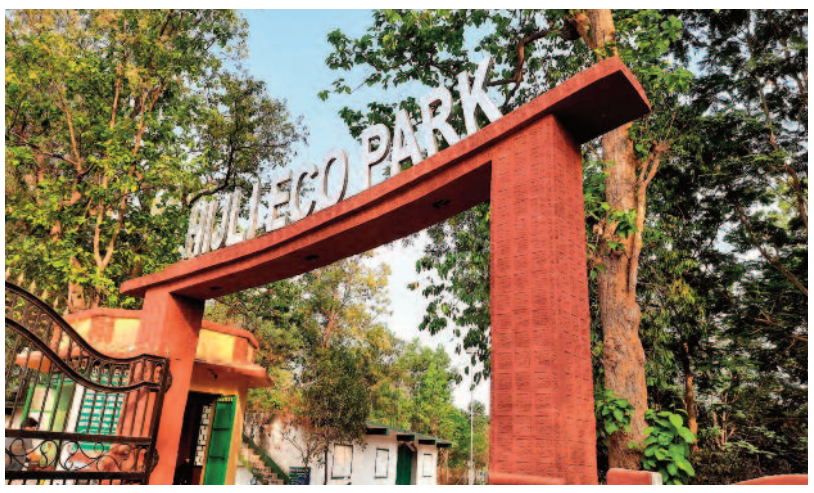

মৌসমের হাত ধরে ঝড় তোলায় আশায় মালদহ

শুভাশিস বিশ্বাস

বঙ্গ রাজনীতিতে কংগ্রেসের দুর্গ বলে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত ছিল মালদহ। তবে ছবিটা বদলায় ২০১১-এর পর থেকে। এদিকে মালদহের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে এখ ানকার প্রায় ৫১ শতাংশ মানুষ মুসলিম। এই কারণে ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেস ও পরে তৃণমূল মালদহে শক্তিশালী, অন্তত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল তারই ইঙ্গিত দেয়। খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে একসময় এই জেলা ছিল কংগ্রেসের গড়। ২০১১ সাল পর্যন্ত মালদায় দাঁত ফোটাতে পারেনি তৃণমূল। কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই কংগ্রেসে ভাঙন শুরু হয়। গোটা জেলায় ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে হাত শিবির। আর তৃণমূলের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ধীরে ধীরে কংগ্রেসের ভোটব্যাংক দখল করে। এরপর ২০১৪ সালের পর থেকে বিজেপি এখানে সংগঠন বাড়িয়েছে ঠিকই, তবে সংখ্যালঘু সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা এখনও তুলনামূলক দুর্বল। তবে এটাও ঠিক, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যে ইঙ্গিত মিলছে তাতে মালদহের রাজনীতিতে যে একটা বড় পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত মিলছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মালদহ দক্ষিণ থেকে জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। যেখানে কংগ্রেস প্রায় ৫.৭ লক্ষ ভোট। আর বিজেপি প্রায় ৪.৪ লক্ষ ভোট পেয়ে চলে আসে দ্বিতীয় স্থানে। সেখানে তৃণমূল চলে যায় একেবারে তৃতীয়ে। তাদের দখলে প্রায় ৩ লক্ষ ভোট।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মালদহ জেলায় বিধানসভা কেন্দ্র মোট ১২টি । এর মধ্যে রয়েছে ৪৩- হাবিবপুর(তফসিল উপজাতি), ৪৪- গাজোল(তফসিলি জাতি), ৪৫- চাঁচল, ৪৬- হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪৭- মালতীপুর, ৪৮- রতুয়া, ৪৯- মানিকচক, ৫০- মালদা(তফসিলি জাতি), ৫১- ইংলিশ বাজার, ৫২-মোথাবাড়ি, ৫৩- সুজাপুর, ৫৪- বৈষ্ণবনগর। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় তাদের ফল শূন্য ১২ টি বিধানসভার মধ্যে ৫টি দখল করে বিজেপি আর ৭টি পায় তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী ফলের বিশ্লেষণ করলে ২০২১-এ মালদহ এ জয়ী হন* বিজেপির গোপাল চন্দ্র সাহা, হাবিবপুরে* বিজেপির জোয়েল মুর্মু, গাজোলে* বিজেপির চিন্ময় দেব বর্মণ, ইংলিশবাজারে* বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, বৈষ্ণবনগরে* বিজেপির চন্দ্রনাথ সিনহা। অন্যদিকে চাঁচলে জয় পান*তৃণমূল কংগ্রেসের নীহার রঞ্জন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রপুরে* তৃণমূল কংগ্রেসের তাজমুল হোসেন, মালতীপুরে* তৃণমূল কংগ্রেসের আব্দুর রহিম বক্সী, রতুয়ায়* তৃণমূল কংগ্রেসের সমর মুখোপাধ্যায়, মানিকচকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাবিত্রী মিত্র, মোথাবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের চৌধুরী সাবিনা ইয়াসমিন আর সুজাপুরে* তৃণমূল কংগ্রেসের আব্দুল খালেক।*তবে তৃণমূলের এই জয়ের পিছনে নিঃসন্দেহে বড় অবদান ছিল বরকত পরিবারের মৌসম নুরের। তবে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে একটু একটু করে বদল হতে শুরু করে মালদহের রাজনৈতিক ছবিটা। শুরু হয় বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে দলবদল এবং পঞ্চায়েত দখলের লড়াই। বিজেপি ছেড়ে যেমন অনেকেই যোগ দেন তৃণমূলে ঠিক তেমনই মালদা জেলার এক নম্বর ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। দখল নেয় বিজেপি। এদিকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই মালদহ বাংলাদেশ লাগোয়া জেলা হওয়ায় বিজেপি অনুপ্রবেশ ও ধর্মীয় মেরুকরণের ইস্যু তুলে ভোটারদের টানতে চাইছে। আর উল্টোদিকে তৃণমূলের দাবি বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করছে। তারা উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে ভোট ধরে রাখার চেষ্টা করছে। তবে স্থানীয় ভোটাররা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে গুরুত্ব দেন স্থানীয় উন্নয়ন ও বাস্তব সমস্যার সমাধানকেই। এদিকে এসআইআর একটা বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে ২০২৬-এর মালদহের রাজনীতিতে। কারণ নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, *ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে মালদহ জেলার ২ লক্ষ ৭ হাজার ৮২৭ জনের নাম। শতাংশের বিচারে তা ৬.৩১।

তবে গতবারের বিধানসভা নির্বাচন আর ২০২৬-এর নির্বাচনের ছবিটা মালদহে কিছুটা হলেও আলাদা। ছাব্বিশের নির্বাচনে সেই শূন্য থেকেই শুরু করতে চাইছে কংগ্রেস। তার জন্য দল তারুণ্যের উপর ভরসা করছে। তার প্রমাণ মিলেছে ২০২৫-এর প্রায় শেষদিকে ঘোষিত কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটিতে। যেখানে ৭৪ জনের কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছে ৪০ টি নতুন মুখ। সবচেয়ে বড় বিষয়, এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ সদস্যেরই বয়স ৪০ বছরের মধ্যে। তবে নবীনদের পাশাপাশি কমিটিতে রয়েছেন প্রবীণরাও। এমনকি ৯২ বছর বয়সী আবু হাসেম খান চৌধুরীকেও কমিটিতে আমন্ত্রণমূলক সদস্য হিসাবে রাখা হয়। এরপর ২০২৫-এর প্রায় শেষভাগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মালদা সহ রাজ্যের কয়েকটি জেলার দলীয় কমিটি ঘোষণা করেন। ৭৪ জনের মালদহ জেলা কমিটিতে সভাপতি পদে বহাল রয়েছেন রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। দুই সহ সভাপতি হয়েছেন প্রাক্তন দুই বিধায়ক মোস্তাকিন আলম ও আসিফ মেহবুব। সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন ৯ জন। এর মধ্যে পাঁচজনই নতুন। তাঁরা হলেন মতিউর রহমান, হাসনাৎ শেখ, ইন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, জিয়াউর রহমান ও চিত্তরঞ্জন সাহা। ১২ জন জেলা সম্পাদকের মধ্যে নতুন মুখ সায়েম চৌধুরী, আতাউর রহমান, সিদ্ধার্থ সরকার, অসিত মণ্ডল, নায়েম চৌধুরী ও রঞ্জন সরকার। এভাবে প্রতিটি পদেই পুরোনোদের সঙ্গে নতুন কিছু মুখ ঢোকানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি মোস্তাকিন আলম জানান, 'নতুন এই কমিটিতে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে যথেষ্ট ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। কমিটিতে বর্ষীয়ান নেতাদের যেন রাখা হয়েছে, তেমনই নতুন প্রজন্মকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এই ভারসাম্য আগামীতে এই জেলায় দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। দল আমাকে এই জেলায় সহ সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব পালনে আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না। ইশা খান চৌধুরীর নেতৃত্বে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় দলের ফল যথেষ্ট ভালো হবে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই মালদায় দলের পুনরুত্থান শুরু হয়েছে। গত লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার প্রমাণ মিলেছে তৃণমূলের মোহ কাটিয়ে মানুষ আবার কংগ্রেসে ফিরে আসতে শুরু করেছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি জেলা কমিটির বৈঠক ডেকে আসন্ন বিধানসভা ভোটের রূপরেখা তৈরি করব।'

এদিকে মালদহের রাজনীতিতে এবার ঝড় তুলতে পারেন মৌসম নুর। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মোহভঙ্গ ঘটেছে বরকত পরিবারের এই সদস্যের। প্রত্যাবর্তন করেছেন পুরনো দলেই কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যাওয়ার পর হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন হাত শিবিরের কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থকরাও। যখন রাজ্য রাজনীতির মানচিত্র থেকে শতবর্ষ প্রাচীন দলটি অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে, তখন তাঁর দলত্যাগ মোটেই ভালোভাবে নেননি কংগ্রেসিরা পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে তাঁর কর্মক্ষমতা জেলা দেখেছে ঘাসফুল শিবিরের জেলা সভানেত্রী হয়ে একুশের ভোট পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের তৈরি সেই নীল নকশায় যে কোনও ভুল ছিল না, একুশের নির্বাচনী ফলাফল তার প্রমাণ দিয়েছে। জেলার ১২টি আসনের মধ্যে প্রথমবার সাতটি আসন দখল করে ঘাস-ফুল শিবির। কিন্তু সেই নির্বাচনের পর হঠাৎ করেই তাঁর চেয়ার চলে যায়। তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে দিল্লি পাঠিয়ে দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর দাদা। তবে রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচন ভিত্তিক রাজনীতিতে তেমন কিছু করার থাকে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেক তাঁকেও আর সেভাবে পায়নি মালদহ জেলা। ফের চাঙ্গা জেলার কংগ্রেস নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থকরাও সঙ্গে সবাই এটাও চাইছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে বরকত গনি খান চৌধুরীর উত্তরসূরীদের হাত ধরে আরও একবার জেলায় হারিয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার করুক কংগ্রেস আবারও বিধানসভার সদস্য হন মৌসম। আর এবার সিপিআইএম ছাড়াই কংগ্রেস ভোটের ময়দানে নামছে। তবে 'একলা চলো' নীতিতে প্রত্যয়ী মৌসম। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ছাব্বিশের নির্বাচন অবশ্যই পাখির চোখ। কংগ্রেসের নীতি, আদর্শ মেনে মানুষের কাছে থাকার কাজ করছি এরপর মানুষ তাঁদের রায় দেবেন। এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনে সিপিআইএম-এর সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হয়েছিল তাতে সমস্যা ছিল যে বঙ্গ রাজনীতির ময়দানে কংগ্রেসের ঠিক কী জায়গা রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। কারণ, তাঁরা চান, সব জায়গায় যেন কংগ্রেসের পতাকা থাকে। এরপর প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও বুঝতে পারে মালদহের মানুষ এখ নও কংগ্রেসকে চাইছেন। ভালো সাড়াও মিলছে মানুষের কাছ থেকে। আর সর্বোপরি কংগ্রেস একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল। সেই আদর্শকে সামনে রেখে কংগ্রেস এগোনোর চেষ্টা করছে সেই কারণেই এবার একা লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এখানেই মৌসমের ধারনা, এতে দলও মজবুত হবে। একইসঙ্গে একা লড়ে মানুষের কাছে কংগ্রেসের ইমেজ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবেন তিনি। পাশাপাশি মৌসম এও জানাতে ভোলেননি যখন তিনি তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী ছিলেন তখন দল তাঁকে নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিল। সেই নির্বাচনে তৃণমূল ব্যাপক সাফল্য পায়। আর এই সাফল্য এসেছিল দলগত প্রচেষ্টায়। সবাই একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তবে সব দলেই কিছু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকে সেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে, নতুন ও পুরনোদের এক সুতোয় বেঁধে কাজ করার চেষ্টা করেন তিনি। আর মৌসমের এই ভাবনা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এখন তিনি আবার কংগ্রেসে। এই দলের প্রতি তাঁর একটা পারিবারিক আবেগ কাজ করে। আর সেই কারণে দলে ফিরে এসে তিনি নিজের মতো করে সংগঠনটা মজবুত করার চেষ্টাও করছেন। কারণ, সেটা যে তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন মৌসম। আর সেটাই পালন করার চেষ্টা করছেনও তিনি।তবে পাশাপাশি মৌসম এটাও স্বীকার করে নিয়েছেন, কংগ্রেসের সবসময় প্রধান শত্রু বিজেপি।

তবে বাংলায় অবশ্যই তৃণমূল। ফলে এবারের এই নির্বাচনী লড়াই বিজেপি ও তৃণমূল, দুই দলের সঙ্গেই। পাশাপাশি আরও একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে মৌসমের। কারণ, সদ্যই তিনি তৃণমূল থেকে এসেছেন। ফলে দলের অন্দরের অনেক খবর এবং হাল হকিকত জানেন তিনি। আর সবথেকে বড় ব্যাপার হল তিনি এই মালদহকে চেনেন হাতের তালুর মতোই। এলাকার মানুষ, যাঁরা কংগ্রেস করেন, যাঁরা তৃণমূল করেন, প্রত্যেককেই চেনেন তিনি। অন্য দলের লোকজন সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্পষ্ট।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, ছাব্বিশের নির্বাচন মৌসমের কাছে বাস্তবিক অর্থেই অ্যাসিড টেস্ট। কারণ, তিনি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে ফেরে ফিরেছেন। ফলে এবারের নির্বাচনের ফলের উপর অনেকটাই নির্ভর করে আছে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

মালদহ

বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হবে মালদহ জেলায়। ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। সেদিন মালদহ জেলার ১২টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে। বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ৩০ মার্চ। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। ভোট গণনা হবে ৪ মে।

মালদহ জেলায় ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র

৪৩. হাবিবপুর
৪৪. গাজোল
৪৫. চাঁচোল
৪৬. হরিশচন্দ্রপুর
৪৭. মালতিপুর
৪৮. রতুয়া
৪৯. মানিকচক
৫০. মালদা
৫১. ইংলিশবাজার
৫২. মোথাবাড়ি
৫৩. সুজাপুর
৫৪. বৈষ্ণবনগর

নজরে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেষ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ ফাইনাল তালিকা
হাবিবপুর	২,৪৫,৩২০	২,৪২,৯৫২	২,৩৮,৯০৪
গাজোল	২,৩০,৮৪৫	২,৬৬,২২৬	২,৬০,৯৬৩
চাঁচোল	২,২৮,৯১০	২,৪৫,৫৩৪	২,৪৫,৭২৮
হরিশচন্দ্রপুর	২,৪২,১৫০	২,৫৫,৯২৬	২,৫৬,৫৮১
মালতিপুর	২,১৫,৭৮০	২,৩৬,৫৪২	২,৩৮,৩৮৫
রতুয়া	২,৩৮,৯৬৫	২,৭৮,২২৭	২,৭৯,৫৭০
মানিকচক	১,১২,৪৩০	২,৫৪,৯৭১	২,৫৪,২৭৭
মালদা	২,২৫,৬৭০	২,৪২,৮৮৮	২,৩৮,৮৩৫
ইংলিশবাজার	২,৩৫,৫৪০	২,৬৫,১৭১	২,৬৩,৭৫৬
মোথাবাড়ি	২,১৮,৯৬০	২,৯২,৬০৪	২,০৩,৪৯৯
সুজাপুর	২,৪০,২২০	২,৫৬,২৭৬	২,৫৬,২০৮
বৈষ্ণবনগর	২,১৪,৮৮০	২,৫০,৩৪৩	২,৪৯,৪৯৭

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বিপুলসংখ্যক ভোটার